প্রবীনদের সাফল্য গাঁথা

HelpAge International
age helps

প্রবীনদের সাফল্য গাঁথা

ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে বাংলাদেশ এন এস এ প্রোগ্রামের 'রিক-পিওপিপি' প্রকল্পের একটি প্রকাশনা

এই প্রকল্পটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক অর্থায়িত

প্রকল্পটি রিক ও হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বাস্তবায়িত

সম্পাদক
আবুল হাসিব খান
পরিচালক
রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
তোফাজ্জেল হোসেন মঞ্জু

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায়
শরীফ শমশির

তথ্য সংগ্রহ ও গ্রন্থনায়
এ.এস.এম মোখলেছুর রহমান
মোঃ শামীম জাফর

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী, ২০১৩

ছবি
রিক আর্কাইভ

ডিজাইন
মো: শামীম জাফর
এ.এস.এম মোখলেছুর রহমান

মুদ্রণে
ফেয়ার এইস

যোগাযোগ

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
বাড়ি ২০, সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমণ্ডি ঢাকা-১২০৯
টেলিফান: +৮৮০ ২ ৮১১৮৪৭৫, ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৮১৪২৮০৩
ই-মেইল: ricdirector@yahoo.com ওয়েব: www.ric-bd.org

এই প্রকাশনায় প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপীয় কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গিকে আবশ্যকীয়ভাবে প্রতিফলিত করে না।

সূচিপত্র

- মুখবন্ধ ৫
- সারসংক্ষেপ ৭
- প্রবীণ বিষয়ক প্রকল্প এবং গুড প্র্যাকটিসের পটভূমি ১১
- স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সুযোগ ব্যবহার করে প্রবীণদের দারিদ্র কমানো এবং সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা ১৫
- স্বাস্থ্য সেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতা ১৯
- শক্তিশালী প্রবীণ সংগঠন গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা ২৪
- প্রবীণদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ৩০
- বয়স্কদের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন ৩৩
- জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগে মানিয়ে চলা ৩৫
- টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা ৩৮

মুখবন্ধ

প্রবীণদের সাফল্য গাঁথা মূলত: বাংলাদেশের ভৌগলিক ও আর্থ-সামাজিকভাবে প্রান্তিক দুটি উপজেলা কক্সবাজারের মহেশখালী ও রংপুরের গংগাচড়ায় প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও প্রবীণ সংগঠনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অনুশীলনের (Positive good practice) বর্ণনা। উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রবীণদের ইতিবাচক উন্নয়ন অনুশীলন বা উদ্যোগকে সাফল্য গাঁথা (Good Practice) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণেতারা প্রবীণদেরকে মূল্যায়ন করেন উন্নয়নের বাইরের জনগোষ্ঠী হিসেবে। ফলে প্রবীণরা হতাশায় নিমজ্জিত হন, সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সাড়া দিতে পারেন না। এ প্রসঙ্গে দুটি ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। এক- কর্মময় বার্ধক্য (Active Ageing), দুই- অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন (Inclusive Development)। কর্মময় বার্ধক্য ধারণার সুত্রপাত করেছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। এই ধারণার ইতিহাসে (http://www.humankinetics.com/Active Ageing.history) দেখা যায় ১৯৯৫ সালে এপ্রিল মাসে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বার্ধক্য ও স্বাস্থ্য নামে নতুন কর্মসূচি শুরু করে। এ কর্মসূচির পরিচালক Alexandre Kalache বার্ধক্য ও শারিরীক কর্মতৎপরতা নামক এক জার্নালে সম্পাদকীয় স্বাস্থ্যময় বার্ধক্যের জন্য জীবন যাপনের সাথে জড়িত বিষয়গুলির উপর সচেতনতা তৈরিতে জোর দেন। ২০০২ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্মময় বার্ধক্যের নীতিকাঠামো প্রকাশ করে। এই নীতিকাঠামো অনুসারে অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য হচ্ছে কর্মময় বার্ধক্যের তিনটি স্তম্ভ।

প্রবীণদের সাফল্য ও ইতিবাচক গুড প্র্যাকটিসের মধ্যে কর্মময় বার্ধক্য ধারণার সফল প্রয়োগ হয়েছে। কারণ প্রবীণদের সংগঠন ও অংশগ্রহণ হচ্ছে প্রবীণদের সাফল্য গাঁথার চাবিকাঠি। দরিদ্র প্রবীণদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্র করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অর্জনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে প্রবীণ সংগঠন ও মনিটরিং টীম প্রবীণ ভাতা বিতরণ ব্যবস্থা অনেক বেশী স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে সফল হয়েছে। দুঃস্থ প্রবীণদের যুক্ত করেছে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার সাথে। প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবার কমিউনিটি ভিত্তিক সহযোগিতার কার্যকারীতা প্রমাণিত হয়েছে।

অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন হচ্ছে উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নে সক্রিয় অংশীদার করা। অন্তর্ভুক্ত উন্নয়নে নীতি নির্ধারক ও উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায় এই প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক ও বাদপড়া জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সচেতন না হলে অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নে অগ্রগতি অর্জিত হয় না। প্রবীণদের স্থানীয় পর্যায়ে অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পর্যায়ের নীতি নির্ধারকগণ প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তিতে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছেন। প্রবীণ প্রতিনিধিরা ইউপির স্ট্যান্ডিং কমিটিরও সদস্য হয়েছেন। প্রবীণ কমিটি ভাতা প্রাপ্তদের সঠিক ও স্বচ্ছ তালিকা তৈরিতে তথ্য ও অন্যান্য সহায়তা দিয়েছেন। এভাবে প্রকল্পের ১৯ টি ইউনিয়নে প্রবীণরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশীদার হয়েছেন। তাই কর্মময় বার্ধক্য ও অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের অগ্রগতির মধ্য দিয়েই প্রবীণদের সাফল্য গাঁথা রচিত হয়েছে।

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) দীর্ঘদিন তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নে প্রবীণদের শক্তি ও সম্ভাবনা তুলে ধরে নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। দারিদ্র্য বিমোচন, নারী পুরুষের সমতা, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার, জলবায়ূ পরিবর্তনের ঝুঁকি সমন্বয়ে প্রবীণদের অবদান রাখার সামর্থ আছে বলে রিক সব সময় দৃঢ় মত পোষণ করে। রিক তার মতের স্বপক্ষে সব সময় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং মাঠ পর্যায় শিখনের প্রয়োগকে আরো বিস্তৃত করতে চেয়েছে। "প্রবীণদের সাফল্য গাঁথা" নামক বর্তমান প্রকাশনা প্রবীণদের কর্মসূচির ফলাফলকে আরো জ্ঞানভিত্তিক করার একটি প্রয়াস। এই সাফল্য গাঁথার তথ্য ও বিশ্লেষণে দুই উপজেলার ১৯টি ইউনিয়নে সর্বস্তরে প্রবীণ সদস্য ও নেতা নেত্রীরা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন। কাজেই এই প্রকাশনা সার্বিকভাবে তাদের কাছে ঋণী। ১৯ টি ইউনিয়নের মাঠকর্মীরা প্রবীণদের এই সাফল্য গাঁথার ইস্যু ও ঘটনা চিহ্নিত, তথ্য সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার এবং ফিল্ড নোট রেখে এই প্রকাশনার মূল ভিত্তি তৈরি করেছেন। রিক প্রধান কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার জনাব এ.এস.এম. মোখলেছুর রহমান ও জনাব মো: শামীম জাফর দীর্ঘদিন ধরে মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করে তথ্য বিশ্লেষণ ও যাচাই বাছাই করে পাণ্ডুলিপির খসড়া করেছেন। জনাব শরীফ শমশির পুরো পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনায় সহায়তা করে মুদ্রণ উপযোগী করেছেন। এই প্রকাশনার পরিকল্পনা, সমন্বয় ও চুড়ান্তকরণে মূল ভুমিকা পালন করেছেন রিকের নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব তোফাজ্জল হোসেন মঞ্জু। আমি ধন্যবাদ দিয়ে তাদের ছোট করতে চাই না।

আবুল হাসিব খান
পরিচালক
রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

সারসংক্ষেপ

এই পুস্তিকায় সংকলিত প্রবীণদের সাফল্য গাঁথা সমূহ (Good Practice) মূলত: বাংলাদেশের ভৌগলিক ও আর্থ-সামাজিকভাবে প্রান্তিক দুটি উপজেলা কক্সবাজারের মহেশখালী ও রংপুরের গংগাচড়ায় প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও প্রবীণ সংগঠনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অনুশীলনের (Positive good practice) বর্ণনা।

গুড প্র্যাকটিস বা সাফল্য গাঁথা হলো সাধারণ মূলনীতি ও তত্ত্বের জন্য বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনেকগুলো ভাল উদাহারণের সমষ্টি। গুড প্র্যাকটিস হলো এমন একটি কর্মকাণ্ড যা সংখ্যাবাচক বা গুণবাচক প্রমাণের উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো কর্মকাণ্ডের সমষ্টি, যা একটি দৃশ্যমান ইস্যু, সমস্যা বা বাঁধার ইতিবাচক এবং বাস্তবসম্মত পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে।

রিকের প্রবীণ বিষয়ক কর্মকাণ্ডে গুড প্র্যাকটিসের কিছু ক্ষেত্র

- স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সুযোগ ব্যবহার করে প্রবীণদের দারিদ্র কমানো এবং সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা
- স্বাস্থ্য সেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতা
- শক্তিশালী প্রবীণ সংগঠন গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা
- প্রবীণদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন
- বয়স্কদের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
- জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগে মানিয়ে চলা
- টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা

স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সুযোগ ব্যবহার করে প্রবীণদের দারিদ্র কমানো এবং সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা

মহেশখালী ও গংগাচড়া উপজেলায় উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তি ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির ফলে সামাজিক নিরাপত্তা সেবাগুলিতে যেমন ভাতা ও সহায়তা বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি হয়। যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রবীণদের উন্নয়ন হচ্ছে যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ স্ট্যান্ডিং ও উন্নয়ন কমিটিতে প্রবীণ সংগঠনের নেতা ও প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্তির ফলে গ্রামীণ ও স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রবীণ বান্ধব হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ করে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০১১ কে সামনে রেখে মহেশখালী ও গংগাচড়া উপজেলার ১৯ টি ইউনিয়নে প্রবীণ কমিটি জনসমাবেশের মাধ্যমে চেয়ারম্যান/মেম্বার প্রার্থীদের নিকট ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে প্রবীণ সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা, চিকিৎসা, সুরক্ষা ও মানবিক কল্যাণে প্রবীণদের আর্থিক সহায়তা করা, প্রবীণ নির্যাতন বন্ধের উদ্যোগ নেয়া, দূর্যোগে প্রবীণদের অগ্রাধিকার দেয়া, বয়স্কভাতা-বিধবাভাতা যাচাই ও মনোনয়নে প্রবীণদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি তুলে ধরেন।

২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গংগাচড়া উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে মেম্বার পদে মোট ১৪ জন প্রবীণ কমিটির সহযোগিতায় সরাসরি নির্বাচনে জয়লাভ করেন। অনুরূপভাবে মহেশখালী উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নে মোট ৭ জন প্রবীণ কমিটির সহযোগিতায় সরাসরি নির্বাচনে জয়লাভ করেন। স্থানীয় সরকার পরিষদে এসব প্রবীণ নির্বাচিত হওয়ার পর বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ ও ১০০ দিনের কর্মসূচিতে দরিদ্র প্রবীণদের আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রবীণ কমিটির সদস্যরা কমিটির নিজস্ব অফিসের জন্য বিভিন্ন দাতা ও সরকারী অফিসের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদের দান করা ও খাস জমিতে নিজস্ব অফিস ঘর নির্মানের কাজ শুরু করেছে। কোথাও কোথাও স্থানীয় সরকার প্রশাসন সরকারী ভবনসমূহে প্রবীণদের অফিসের জন্য কক্ষ বরাদ্ধ দিয়েছে। এটা প্রবীণদের জন্য একটি বড় সাফল্য।

ইউনিয়নভিত্তিক প্রবীণ সংগঠনগুলি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাচ্ছে। তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো বড় মহেশখালী ইউনিয়ন প্রবীণ সংগঠন সমাজ কল্যাণ আইনের আওতায় স্বীকৃতি অর্জন করে। সরকারী এ স্বীকৃতির অর্জনের ফলে প্রাথমিক ভাবে সংগঠনটির প্রবীণ কল্যাণে কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনি ভিত্তি

প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় তারা সমাজসেবা মন্ত্রনালয় থেকে ১০,০০০ টাকা অনুদান পায়।

মহেশখালী ও গংগাচড়া উপজেলায় ইতোমধ্যেই প্রবীণ মনিটরিং টীমের সরাসরি তত্বাবধানে প্রকল্প চলাকালীন (মার্চ ২০০৯ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৩) ৬৫৬ জন প্রবীণ বয়স্কভাতা, ৪৮৩ জন বিধবাভাতা, ১০৭৮ জন ১০০ দিনের কর্মসূচিতে ও ২৯২৩ জন ভিজিএফ কার্ড পেয়েছে। বয়স্কভাতা বিতরণে দুর্নীতির অভিযোগ উঠার কারণে মহেশখালী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বয়স্কভাতার কার্ড যাচাই-বাচাইয়ে দায়িত্ব প্রদান করা হয় প্রবীণ সংগঠনকে। দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর আঞ্চলিক প্রবীণ কমিটি জরুরী মিটিং করে গোপনীয়তার সাথে বয়স্কভাতার নানা ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য স্বচ্ছতার সাথে সংগ্রহ করে সমাজসেবা অফিসে জমা দেন। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মনিটরিং দলের তথ্য মোতাবেক সকল ইউনিয়নের ভুয়া ভাতাভোগীদের বইগুলো ক্লোজ করে তার কার্যালয়ে নিয়ে আসেন। দুর্নীতির বিরূদ্ধে প্রবীণ সংগঠনগুলোর এ অবস্থান বাংলাদেশের বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে একটি ইতিবাচক দিক। আবার অন্যদিকে প্রবীণদের দুর্দশা লাঘবে স্থানীয় সরকার প্রশাসনের নির্বাচিত ব্যক্তিরা এগিয়ে আসছেন। মহেশখালীতে বয়স্কভাতা বিতরণ উন্নত ও সুশৃঙ্খল করতে পৌর মেয়রের উদ্যোগ দেখতে পাই। মেয়র, প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে পৌরসভা কার্যালয়ে বয়স্কভাতাভোগীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন এবং ৩ দিনে ৬৮০ জন প্রবীণের হাতে বয়স্কভাতার টাকা তুলে দেন।

মহেশখালী উপজেলার হোয়ানক ইউনিয়নে ২০১২ সালে সরকারের অতি দরিদ্রদের জন্য "কর্মসংস্থান কর্মসূচি" প্রকল্পে ১০২ জন হত দরিদ্র প্রবীণকে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রবীণ কমিটির উদ্যোগের কারণে স্থানীয় প্রভাবশালী ও দানশীল ব্যক্তিরা প্রবীণদের মধ্যে বিভিন্ন উৎসবে, পার্বনে সহায়তা প্রদান করছেন। যেমন মহেশখালীর প্রবীণ কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব হাজী মোঃ হোসাইন প্রবীণ সংগঠনের সহায়তা নিয়ে ১১০ জন দুঃস্থ প্রবীণকে নিজ তহবিল থেকে ২০ কেজি করে চাল বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তী বছরগুলোতেও ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রাম কমিটির মাধ্যমে তালিকা সংগ্রহ করে রমজানের শুরুতে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত মোট ৩০২ জন প্রবীণকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতা

স্বাস্থ্য সেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি এই প্রকল্পের ইতিবাচক দিক। স্বাস্থ্যসেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতার বিষয়ে প্রকল্প শুরু হওয়ার আগের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির রেজিস্টার শীটে ও মনিটরিং দলের প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রকল্পের শুরু থেকে চতুর্থ বছরে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবহারের চিত্র পাওয়া গেছে।

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারকারী, চিকিৎসক, প্রবীণ কমিটির নেতা-নেত্রী সবাই বলেছেন- তাদের স্ব-স্ব উপজেলায় প্রবীণদের সেবার অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ হিসেবে তারা বলেছেন- প্রবীণ রোগীদের প্রতি স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন। প্রবীণ নেতাদের উদ্যোগ, লবিং ও উৎসাহের কারণে সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবাদানকারী সংস্থা এবং ব্যক্তি পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্মীরা দরিদ্র প্রবীণদের বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। অনেক ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মী স্বাস্থ্য সেবাদানে প্রবীণ নেতাদের দীর্ঘমেয়াদী লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

প্রবীণ কমিটির উদ্যোগে অসহায় দুঃস্থ প্রবীণদের চিকিৎসার জন্য ট্রাস্টি ফান্ড গঠন করা হচ্ছে। প্রবীণ কমিটি স্থানীয় সরকারী বেসরকারী সেবাদান কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্প যেমন, চক্ষু শিবির, অসুস্থ প্রবীণদের বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করে থাকেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য প্রবীণরা স্ব-উদ্যোগী হয়ে জায়গা প্রদান করেছেন। হোমকেয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবীণরা স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছেন। প্রবীণদের স্বাস্থ্য সচেতনতায় পরিবর্তন হয়েছে, পূর্বের চেয়ে অধিক হারে প্রবীণদের ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা সেবা নেয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। নিজেদের মধ্যেও স্বাস্থ্য বিষয়ে যত্নবান হওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে।

শক্তিশালী প্রবীণ সংগঠন গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা

প্রবীণ কমিটিগুলো তাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। যেমন মহেশখালী ও গংগাচড়া উপজেলার ১৯ টি ইউনিয়ন ও ৩৩৮ টি গ্রাম কমিটিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রবীণ নেতৃবৃন্দ কমিটিসমূহের মাসিক মিটিং এ উপস্থিত থাকে। মাসিক মিটিং নিয়মিত করার জন্য এক গ্রামের নেতৃবৃন্দ অন্য গ্রামে সফর করে থাকেন। এছাড়া মহেশখালী ও গংগাচড়া প্রবীণ সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মাঠ

সফর বিনিময়ের মাধ্যমে প্রবীণ কমিটির সদস্যরা নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময়, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে চলেছেন। এ সফরগুলোতে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল; কিভাবে সংগঠনকে টেকসই করা যায়, সঞ্চয়কে কিভাবে প্রবীণদের কল্যাণে অরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, তহবিল কিভাবে সংগ্রহ করা যায় ও তার ব্যবহার পদ্ধতি, কমিটির কাজের অগ্রগতি ও ভবিষৎ পরিকল্পনাসহ পুরাতন এলাকার প্রবীণ কার্যক্রম কিভাবে নিজেদের উদ্যোগে অন্য এলাকায় সম্প্রসারণ করা যায় ইত্যাদি। কমিটি র‍্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রবীণরা তাদের সংগঠনের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরতে পারছেন। এর মাধ্যমে কমিটির সবল ও দূর্বল দিক এবং সেই সাথে এর কারণও জানার চেষ্টা করে আসছেন। চিহ্নিত দূর্বল কমিটিগুলোকে সবল ও শক্তিশালী করার জন্য তারা কার্যকরী কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন।

প্রকল্প কর্মকাণ্ডের শুরু থেকেই প্রকল্প এলাকাসমূহে প্রবীণদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূলতঃ প্রবীণদের নেতৃত্ব, মনিটরিং প্রক্রিয়া, রিসোর্স বা সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ে অভিহিত করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নেতৃত্ব তৈরি হয়, যেমন গংগাচড়া উপজেলার লক্ষীটারী ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য মোঃ আব্দুল জব্বার (৭৩) নেতৃত্ব উন্নয়ন ও মনিটরিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়ে প্রবীণদের পক্ষে কাজ শুরু করেন। প্রশিক্ষণের কারণে প্রবীণ সংগঠনগুলো প্রবীণ কল্যাণে তহবিল গঠন, পণ্য সংগ্রহ ও তার যথাযথ ব্যবহার করতে শিখেছে। সাধারণত স্থানীয় স্বচ্ছল প্রবীণ সদস্য, সমাজসেবক ও সম্পদশালী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের চেয়ারম্যান ও সদস্য, স্থানীয় এমপি, উপজেলা/জেলা প্রশাসন থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রভৃতি উৎস থেকে প্রবীণরা তাদের তহবিল গঠন করে থাকে। শুধু অর্থই নয় বিভিন্ন সময় খাবার সামগ্রী, ব্যবহার্য কাপড়, শীতবস্ত্র, জমি, কমিটির ঘর নির্মাণের জন্য গাছ সহ বিভিন্ন উপকরণ স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

প্রবীণ কমিটির উদ্যোগে সুদবিহীন ঋণ ও হত দরিদ্র প্রবীণদের আত্মকর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রবীণ কমিটির উদ্যোগে প্রবীণদের সঞ্চয় সুরক্ষিত করতে সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। এ ধরণের সঞ্চয় তহবিল থেকে ঋণ সহায়তা পেয়ে প্রবীণ নারী পুরুষ স্বাবলম্বী হচ্ছেন। প্রবীণরা নিজেরাই একতাবদ্ধ হয়ে স্বনির্ভর দল গঠন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সামাজিক ভাবে বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণে প্রবীণরা নিজেরাই নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রবীণ কমিটির সদস্যগণ ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে নিজেরাই সামর্থ্য অনুসারে অর্থ জমা রাখে- সেই তহবিল থেকেই মূলত চিকিৎসা বঞ্চিত প্রবীণদের জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং প্রবীণদের মৃত্যু পরবর্তী অনুষ্ঠান গুলো সম্পন্ন করতে খরচ হচ্ছে। ব্যাংকে যৌথ সঞ্চয়ী হিসেব খোলার মাধ্যমে তহবিল ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ করা হচ্ছে। ব্যাংক হতে প্রয়োজনে টাকা উত্তোলনের জন্য রেজুলেশন পাশের মাধ্যমে সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, ও অর্থ সম্পাদককে সিগনেটরী মনোনীত করে ব্যাংকে হিসেব খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রবীণ সংগঠনের কারণে প্রবীণরা সরকারী সেবায় অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। গাজীপুরের জেলা প্রশাসক প্রবীণ কমিটির কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার রুমের সামনে একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেন, যেখানে লাল কালিতে লেখা "প্রবীণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার অগ্রাধিকার"। পূবাইল ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি সাহাবুদ্দীন সরদার বলেন- "জেলা প্রশাসকের অফিসে গিয়ে সাইন বোর্ড দেখে ভাল লাগল, এত বড় সম্মান কি ভোলা যায়"।

সমাজসেবা দপ্তরের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচি ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হচ্ছেন প্রবীণরা। যে কোনো ভাতা এবং ভিজিএফ কিংবা অন্যান্য সহায়তা আসলে প্রথমেই সমাজসেবা অফিসের কর্মকর্তারা প্রবীণ কমিটিকে অভিহিত করেন এবং তাদের নিকট থেকে তালিকা সংগ্রহ করেন এবং সেই তালিকার সাথে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রদেয় তালিকাকে তুলনা করে বিভিন্ন ভাতা মনোনয়ন দিয়ে থাকেন।

প্রবীণদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন

সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবীণরা নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করে চলেছেন। প্রকল্প এলাকায় প্রবীণ কমিটি এবং সাধারণ সদস্যদের মধ্যে একটি দলবদ্ধ চেতনা তৈরি হয়েছে। নিজেদের পাওয়ার জায়গাগুলো চিহ্নিত হয়েছে। বয়স্কভাতার অনিয়ম, ভাতা সংক্রান্ত তথ্য ও যোগাযোগের মাধ্যমগুলো চিহ্নিত করার মত সচেতনতা তৈরি হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী সেবা সম্পর্কে দুঃস্থ প্রবীণরা সচেতন হচ্ছেন এবং সংঘবদ্ধ হয়ে সেবার অধিকার আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছেন। সমাজের অবক্ষয় প্রতিরোধে এগিয়ে আসার ফলে অধিকাংশ ইউনিয়নে প্রবীণদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে চলেছে। প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন বয়সের শিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত নারী-পুরুষ এবং নবীনরা প্রবীণ কমিটির সাথে নিজেদের যুক্ত করেছে। নবীন ও যুবকদের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রবীণ কমিটির সভায় তাদের আমন্ত্রণ করে প্রবীণদের কাজে সহযোগিতা চাইলে তারাও স্বত:স্ফুর্তভাবে সহযোগিতা করছে। নবীনরা সংগঠনের মাধ্যমে প্রবীণের কাজের উপযোগী কর্মসংস্থানের

ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

সালিশে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রবীণদের সামাজিক ক্ষমতা বাড়ছে। সামাজিক এবং পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকেই এখন প্রবীণ কমিটির কাছে সালিশির জন্য আসে। প্রবীণদের অধিকার রক্ষায় সালিশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে। প্রবীণদের প্রতি সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে সালিশ একটি বড় হাতিয়ার, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে দ্বন্ধ নিরসনে সালিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বয়স্কদের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

প্রবীণ কমিটির অভ্যন্তরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রে প্রবীণ নারীর বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ কমিটিতে প্রবীণ নারীদের উপস্থিতি বেশি। বেশ কয়েকটি গ্রাম কমিটির সভাপতি হয়েছেন প্রবীণ নারী নেতৃবৃন্দ। পদগুলোতে অবস্থান করার পাশাপাশি প্রবীণ কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মসমূহ মনিটরিং এর মাধ্যমে তারা চিহ্নিত করতে পারছেন এবং তা দূর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বৈষম্য কমানোর জন্য প্রবীণ নারী নেত্রীরা প্রবীণ নারীদের পাশে দাড়িয়েছেন, তাদেরকে সরকারী বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তিতে সহায়তা দিচ্ছেন। এছাড়া অনেক প্রবীণ নারীদের স্বাস্থ্য সহায়তা দিচ্ছেন এবং সেই সাথে সমাজের মূলধারার জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগে মানিয়ে চলা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রবীণদের জ্ঞানের পরিধি স্বভাবতই নবীনদের তুলনায় অনেক বেশী। প্রবীণরা দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ ইউনিয়নগুলোতেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নেতৃত্ব ও সহায়তা দিচ্ছেন। মহেশখালী ও গংগাচড়া উভয় উপজেলাতেই দেখা যাচ্ছে, প্রবীণ সংগঠনের সক্রিয়তার কারণে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মকাণ্ড ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রবীণ সংগঠন সক্রিয় থাকায় মহেশখালীতে, ঘূর্ণিঝড় ও অতিবর্ষণজনিত প্রাকৃতিক দূর্যোগের পর প্রবীণরা আগের চেয়ে বেশী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছেন।

প্রবীণ নেতৃবৃন্দের তৎপরতার কারণে মহেশখালীর ধলঘাটায় জলবায়ু ট্রাস্ট হতে বাড়ী পেল ৩ টি আশ্রয়হীন প্রবীণ পরিবার। অন্যদিকে প্রবীণ নেতৃবৃন্দের নির্বাচিত স্থানীয় সরকার, প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের ফলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হোয়নক ইউনিয়নের প্রবীণরা সহায়তা লাভ করে। আবার দেশের উত্তরাঞ্চলের গংগাচড়ায় প্রভাবশালী দানশীল ব্যক্তিরা তীব্র শীত মোকাবেলা করার জন্য দুঃস্থ প্রবীণদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন।

প্রবীণ কমিটির তাৎক্ষণিক উদ্যোগের ফলে অনেক পরিবার দুর্যোগের হাত থেকে বেঁচে যান। দুর্যোগ প্রতিরোধে বড় অবকাঠামো যেমন, বাঁধ রক্ষায় প্রবীণ কমিটির ত্বড়িৎ সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের ফলে বন্যার কবল থেকে বিশাল এলাকা রক্ষা পায়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য অনেক এলাকায় প্রবীণ কমিটির উদ্যোগে রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা

টেকসই হওয়াকে প্রকল্পের সাথে জড়িত সকল স্টেকহোল্ডারই গুরুত্ব দিচ্ছেন। এই প্রকল্প যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং প্রবীণদের কল্যাণে যে ফলাফল অর্জন করেছে তার মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে কারো দ্বিমত নাই। প্রবীণ সংগঠনসমূহ যাতে স্থায়ীত্ব লাভ করে সেই লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই প্রকল্প এলাকাসমূহে গ্রাম পর্যায়ে ৭২ টি, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১১ টি ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ২ টি সহ মোট ৮৫ টি কমিটির ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। প্রবীণ কমিটির স্থায়ী অফিস তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।

সাংগঠনিকভাবে প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ নিজেদের ভিতরে আন্তঃযোগাযোগের বাইরেও এক ইউনিয়ন থেকে অন্য ইউনিয়ন, এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলাতে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করছে। সরকারী বে-সরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে একধরনের যোগসুত্র স্থাপনও হচ্ছে। এছাড়াও প্রবীণ কমিটিগুলো পার্শ্ববর্তী এলাকায় কমিটি গঠন করছে এবং চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে প্রবীণ সংগঠনগুলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায়, গাজীপুর সদর উপজেলার পুবাইল ইউনিয়নের প্রবীণদের চেষ্টায় ও সহযোগিতায় পার্শ্ববর্তী বাড়িয়া ইউনিয়নে এবং একইভাবে কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের প্রবীণদের প্রচেষ্টায় তুমুলিয়া ইউনিয়নেও প্রবীণ কমিটি গঠিত হচ্ছে।

প্রবীণ বিষয়ক প্রকল্প এবং গুড প্র্যাকটিসের পটভূমি

গুড প্র্যাকটিস বা সাফল্য গাঁথা হলো সাধারণ মূলনীতি ও তত্ত্বের জন্য বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনেকগুলো ভাল উদাহারণের সমষ্টি। যে কোন কিছুই গুড প্র্যাকটিস হতে পারে, যদি সম্পূর্ণ বা আংশিক কোন কাজের কার্যকরী উদাহরণ তৈরি হয় যার মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু আছে। গুড প্র্যাকটিস হলো ভালভাবে কাজ করার সক্ষমতা যা ভাল ফলের দিকে নিয়ে যায়। গুড প্র্যাকটিস সব সময় কোন উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া ও উদ্যোগ যাকে নতুন স্থানে বা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে প্রত্যাশা পূরণ করা যায়। আবার এই উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া ও উদ্যোগ বর্তমান মাত্রা (scale) কে বৃদ্ধি ও বিস্তৃত করে। এছাড়া গুড প্র্যাকটিস সুবিধাজনক পদ্ধতিতে কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে কাজের সুযোগকে উন্মুক্ত করে এবং সংগঠনকে আরো লাভজনক করে। গুড প্র্যাকটিসগুলো উদ্ভাবনশীল হয় এবং নতুন পদ্ধতি ও এপ্রোচ সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করে। প্রকল্পের সকল কর্মকাণ্ড থেকে গবেষণামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে গুড প্র্যাকটিসসমূহ সংগ্রহ করা হয়। গুড প্র্যাকটিস নতুন প্র্যাকটিসের সূচনা করতে পারে, সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদাহরণ হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় গুড প্র্যাকটিস হলো এমন একটি কর্মকাণ্ড যা সংখ্যাবাচক বা গুণবাচক প্রমাণের উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো কর্মকাণ্ডের সমষ্টি, যা একটি দৃশ্যমান ইস্যু, সমস্যা বা বাঁধার ইতিবাচক এবং বাস্তবসম্মত পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে।

নিম্নে রিকের প্রবীণ বিষয়ক কর্মকাণ্ডে গুড প্র্যাকটিসের কিছু ক্ষেত্র দেখানো হলো:

গুড প্র্যাকটিসের ক্ষেত্র (Dimensions)	গুড প্র্যাকটিসের উপাদান (Components)
স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সুযোগ ব্যবহার করে প্রবীণদের দারিদ্র কমানো এবং সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা	ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তি
	স্থানীয় সুযোগ কাজে লাগানো
	তালিকা প্রস্তুত ও বিতরণ ব্যবস্থাতে মনিটরিং টীমের ইতিবাচক প্রভাব
	স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক উদ্যোগ ও প্রবীণদের প্রতিনিধিত্ব
স্বাস্থ্য সেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতা	সেবাদানকারীদের সাড়া প্রদান
	কমিটির নেতৃত্বে দুঃস্থ প্রবীণদের চিকিৎসা সহায়তার উদ্যোগ
	"হোমকেয়ার" স্বেচ্ছাসেবক ভিত্তিক শয্যাশায়ী প্রবীণদের সেবা-সহায়তা
	প্রবীণ বয়সে রোগ সম্পর্কে কুসংস্কার তার স্বাস্থ্যের জন্য বাঁধা
শক্তিশালী প্রবীণ সংগঠন গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা	সক্ষমতা তৈরি
	প্রশিক্ষণ প্রবীণ সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে
	প্রবীণ কল্যাণে তহবিল গঠন, পণ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার
	স্বনির্ভর দল
	সংগঠনের সামাজিক নেটওয়ার্ক ও সামাজিক পুঁজি বৃদ্ধি
	স্থানীয় পর্যায়ে (সরকারী-বেসরকারী) প্রবীণ সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি
	নেটওয়ার্কের উদাহরণ
প্রবীণদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন	নিজেদের সচেতনতা বৃদ্ধি
	আন্তঃপ্রজন্ম সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রভাব
	সালিশের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতা বৃদ্ধি
বয়স্কদের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন	প্রবীণ নারী সকল পর্যায়ের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন
	প্রবীণ নারীদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি
জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগে মানিয়ে চলা	দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে প্রবীণদের জন্য সহায়তা
	সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন
টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা	সম্পদ সমাবেশ ও তহবিল সংগ্রহ
	সংগঠন ও নেতৃত্ব
	প্রকল্প পরবর্তী দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব

রিক ও বাংলাদেশের প্রবীণ

১৯৮১ সালে সুবিধা বঞ্চিত নারী ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) আত্মপ্রকাশ করে। অনুশীলনের মাধ্যমে শিখনের ভিত্তিতে রিক তার কৌশল নির্ধারণ ও কার্যক্রম বিস্তৃত করে থাকে।

১৯৮৮ সালে স্মরণাতীতকালের ভয়াবহ বন্যার পর রিক নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার বন্যাদূর্গত অসহায় গণমানুষের মাঝে রিলিফ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নেয়। এসময় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কিছু প্রবীণ মহিলার দুর্দশা ও আকুতি দেখে রিক দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত প্রবীণদের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। ১৯৮৯ সালে রিক জিনারদী ইউনিয়নের ১৫০ জন প্রবীণ সদস্য নিয়ে পরীক্ষামূলক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। রিক প্রবীণদের নিয়ে আলাদা দল গঠন করে তাদের সুবিধামত কাজে ঋণ বিতরণ করে।

পরবর্তীতে রিক প্রবীণদের 'সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন' করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনালের সহায়তায় 'কমিউনিটি বেইজড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ওল্ডার পিপল' নামে নরসিংদী জেলার সদর ও পলাশ থানার মোট ৫টি ইউনিয়নে প্রবীণদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের পাশাপাশি তাদের জন্য গৃহায়ন, স্বাস্থ্য সহায়তা, বিনোদন ক্লাব গঠন, পেনশন, সৎকার সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করে। প্রবীণ কার্যক্রমের শুরুতেই নরসিংদীতে মোট ২০ জন সহায়-সম্বলহীন ও স্বজনহারা অসহায় প্রবীণকে আমৃত্যু মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই কর্মসূচির ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং কার্যকারীতার কারণে 'কমিউনিটি বেইজড রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিসেস ফর দি এল্ডারলি পিপল শিরোনামে মহেশখালীতে এবং 'কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট উইথ ওল্ডার পিপল ইন পিরোজপুর' শিরোনামে পিরোজপুরে এবং 'সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম ফর দি রুরাল ওল্ডার পিপল' শিরোনামে নরসিংদীতে প্রকল্পের অনুরূপায়ন করা হয়। এছাড়া রিক ১৯৯১ সাল থেকে নিয়মিত প্রতিবছর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করে আসছে।

২০০৩ সালে হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনালের সহায়তায় পিরোজপুর জেলার শ্রীরামকাঠি ও গাজীপুর জেলার পূবাইল ইউনিয়নে 'ওল্ডার সিটিজেন মনিটরিং প্রজেক্ট (ওসিএমপি)' বাস্তবায়ন করা হয়। ওসিএমপির সফল বাস্তবায়নের পরে ২০০৬ সালে গাজীপুর, নরসিংদী, পিরোজপুর, কক্সবাজার, ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জ জেলার ১৮টি ইউনিয়নে 'প্রবীণ অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রকল্প (আরআরওপি)' নামে একটি নতুন প্রকল্প কাজ শুরু করে। রিক ২০০৯ সালে 'গ্রামীণ উন্নয়নে প্রবীণ জনগোষ্টির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি (পিওপিপি) প্রকল্প' এর আওতায় রংপুর ও কক্সবাজার জেলার গংগাচড়া ও মহেশখালি উপজেলার সবগুলো ইউনিয়নে (১৯টি) কাজ শুরু করে। এই প্রকল্পগুলোতে প্রবীণদের সম্বন্ধে যে সকল প্রচলিত ধারণা আছে যেমন প্রবীণরা পরনির্ভরশীল ইত্যাদি, সেগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে প্রবীণদের সাংগঠনিক শক্তি, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে আগ্রহ ও উদ্যোগের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে প্রবীণরা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল ও শক্তিশালী করতে অবদান রাখতে পারে।

মহেশখালীতে রিকের কার্যক্রম শুরুর প্রেক্ষাপট

কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলা একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ভয়াবহ জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়ের পর হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল ও অক্সফাম আমেরিকার সহযোগিতায় 'রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি সাইক্লোন এন্ড টাইডাল সার্জ ভিকটিমস অব বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় হাতিয়া ও মহেশখালীতে বিনা মূল্যে ঘর ও স্যানেটারী ল্যাট্রিন প্রদান করা হয় এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে "অন্তবর্তীকালীন স্বাস্থ্য সহায়তা" প্রদানের মাধ্যমেই মূলত মহেশখালী এলাকায় রিকের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে আরআরওপি প্রকল্পের মাধ্যমে ২টি ইউনিয়নে এবং ২০০৯ সালে পিওপিপি প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত উপজেলায় প্রবীণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

গংগাচড়ায় রিকের কার্যক্রম শুরুর প্রেক্ষাপট

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির ২০০১ এর দারিদ্র ম্যাপ এবং মানবিক দারিদ্র সূচক (হিউম্যান পভার্টি ইনডেক্স) ২০০০ উভয়ই রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলাকে "খুবই গরীব" শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত করেছে। গংগাচড়া উপজেলার দরিদ্র জনগণ প্রতিবছর তিন মাস ঋতুকালীন ক্ষুধার বা মঙ্গার মুখোমুখী হয়। তিস্তার ব্যাপক ভাঙ্গন ও মংগা পীড়িত এলাকা হওয়ার কারণে অত্র এলাকায় প্রায় ৬০ টিরও অধিক এনজিওর বিভিন্ন কর্মসূচি চালু আছে। রিক ২০০৯ সালে পিওপিপি প্রকল্পের মাধ্যমে গংগাচড়া উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে প্রবীণ কার্যক্রম শুরু করে।

গংগাচড়া ও মহেশখালী উপজেলার প্রবীণদের দারিদ্রের চিত্র - জরীপ ও ফলাফল

দুই উপজেলার বেইজলাইনের হাউজহোল্ড সম্পর্কিত তথ্য জরীপ ও ফলাফল

উপজেলা	মোট জনসংখ্যা	নারী	পুরুষ	মোট প্রবীণ জনসংখ্যা	নারী প্রবীণ	পুরুষ প্রবীণ	%
মহেশখালী	২৫৬৫৪৬	১২১৩২৪	১৩৫২২২	১২৯২১	৬১৬০	৬৭৬১	৫%
গংগাচড়া	২৫৯৮৫৬	১২৪৫৭১	১৩৫২৮৫	১৮৯৮১	৮৯৬৫	১০০১৬	৭.৩%
মোট	**৫১৬৪০২**	**২৪৫৮৯৫**	**২৭০৫০৭**	**৩১৯০২**	**১৫১২৬**	**১৬৭৭৭**	**৬.১%**

জরীপে দেখা গেছে দুই উপজেলায়ই প্রবীণ নারীরা অল্প সংখ্যক হলেও আয়মূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছেন। গংগাচড়ায় এই হার (৩৫%) মহেশখালীর চেয়ে বেশী (১৯%)। প্রবীণ পুরুষরাও কর্মে নিয়োজিত আছেন। গংগাচড়ার পুরুষরা (৩২.৬%) মহেশখালীর পুরুষদের (২৭.৩%) তুলনায় কর্মে নিয়োজিত আছেন বেশী। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রবীণরা কৃষির চেয়ে অকৃষি কাজে নিয়োজিত হচ্ছেন বেশী। গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তনের ছাপ প্রবীণদের উপরেও পড়েছে।

এটা স্পষ্ট যে, দুই উপজেলার বেশীভাগ প্রবীণের আয় প্রতিদিনের হিসেবে দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে। বেশীরভাগ আয়ে নিযুক্ত প্রবীণের বাৎসরিক আয় ২৮০০০ টাকার নীচে (৩৬৫ ডলার)।

কমিউনিটি জীবনে প্রবীণদের অংশগ্রহণ- গুড প্র্যাকটিসের ক্ষেত্র সমূহ

প্রবীণদের কমিউনিটির বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাও ইতিবাচক নয়। কিন্তু আন্তঃপ্রজন্ম সংহতি ভিত্তিক সংহত সমাজ নির্মাণে প্রবীণদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মহেশখালী ও গংগাচড়া উপজেলায় প্রবীণদের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের হার খুব কম। এর মধ্যে প্রবীণ নারীদের অংশগ্রহণের হার আরো কম। প্রবীণরা সাধারণত মসজিদ/মন্দির কমিটি, স্কুল/মাদ্রাসা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত অন্যান্য কমিটি- এই তিন ধরনের কমিটির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো প্রবীণদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা। এই দুই উপজেলায় দেখা যাচ্ছে প্রবীণদের বিভিন্ন কমিটিতে অংশগ্রহণের হার খুবই কম। ৫০৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ৫ নারী ও পুরুষ প্রবীণ কোনো না কোনো কমিটির সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহেশখালীতে ১১ জন এবং গংগাচড়ার ১ জন নারী বিভিন্ন কমিটিতে আছেন। মসজিদ/মন্দির, স্কুল/মাদ্রাসা কমিটিতে দু'য়েক জন করে থাকলেও ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত কমিটিতে অংশগ্রহণ নাই বললেই চলে।

প্রবীণরা কেন বিভিন্ন কমিটিতে যুক্ত না, তার ১৫টি কারণ এফজিডিতে বের হয়ে এসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হলো, কোনো গ্রুপ প্রবীণদের নিতে চায় না (গংগাচড়ায় ৫১.৪%, মহেশখালীতে ৪৯.৩%)।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ প্রবীণদের সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক। জরীপে দেখা যাচ্ছে ৫০৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ২০ জন কোনো না কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন (৩৪%)। এতে বোঝা যায় প্রবীণদের কোনো সামাজিক প্রতিফলন নেই। এর মধ্যে আবার যারা বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য হিসেবে আছেন তারা সক্রিয়ও নন। অথচ সদস্য হওয়ার চেয়ে সক্রিয়তা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ক্ষুদ্র ঋণ সঞ্চয় সমিতির সদস্যপদ লাভ ও ঋণের ব্যবহার

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ সমিতিতে সদস্যপদ একটি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু প্রবীণদের সাধারণত সদস্যপদ দেয়া হয় না। জরীপের এলাকাভুক্ত গংগাচড়ায় উত্তরদাতাদের ৫.৪% এবং মহেশখালীতে ৮.৬% উত্তরদাতা ক্ষুদ্র ঋণ সমিতির সদস্য। রিকের কার্যক্রমের কারণে মহেশখালীতে এই সংখ্যা একটু বেশী। এর মধ্যে গংগাচড়ায় মাত্র ২.৩% এবং মহেশখালীতে ৫.৬% প্রবীণ নারী ক্ষুদ্র ঋণ সমিতির সদস্য। গংগাচড়ায় উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা সদস্য তাদের সমিতির সদস্যপদের মেয়াদ ২-৩ বছর হলেও মহেশখালীতে ৫৪% এর মাত্র ১ বছর। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের সদস্যপদের মেয়াদকাল কম। এদের অধিকাংশই মাত্র ১ বার ঋণ গ্রহণ করেছেন। আর এই ঋণ শুধুমাত্র একটি খাতে খরচ করেন নি। বহুমুখী খাতে খরচ করা হয়। গংগাচড়ায় ঋণের ২০% খরচ করা হয় খাবার কিনতে, ৩০% টাকা খরচ হয় বন্ধুদের সাহায্য করতে, ২৮.৬% খরচ হয় ব্যবসার জামানত হিসেবে এবং ১৪.৩% টাকা খরচ হয় ছেলে-মেয়েদের বিবাহ অনুষ্ঠানে। এই ঋণের টাকা যারা ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে তারাই বেশী লাভবান হয়েছে। গংগাচড়ায় ৮৮.৯%

উত্তরদাতা ঋণের টাকা ব্যবসায় ব্যবহার করে লাভবান হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মহেশখালীতে ৫২.৯% বলেছেন মৎস্য আহরণ ব্যবসায় বিনিয়োগ করেও প্রবীণরা লাভবান হয়েছেন।

ঋণের টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে গংগাচড়ায় ৫০% উত্তরদাতা বলেছেন ব্যবসার প্রথম দিকে উচ্চ সুদের হারের কারণে এবং কিস্তি শোধ করতে তাদের কষ্ট হয়েছে। মহেশখালীতে ৫৭.১% উত্তরদাতা ঋণ পরিশোধে সমস্যার কথা বলেছেন। কিন্তু উভয় উপজেলাই (গংগাচড়া ৩৩.৩%, মহেশখালীতে ৪২.৯% উত্তরদাতা) প্রবীণ নারীরা ঋণ পরিশোধে সমস্যার কথা বলেছেন। আর এই হার পুরুষের তুলনায় কম। প্রবীণরা বলেছেন ঋণের টাকা নেয়ায় চেয়ে সঞ্চয় করা ভালো। এফজিডিতেও এই ধারণা বের হয়ে এসেছে আগামী দিনের প্রয়োজনে সঞ্চয় ভালো। গংগাচড়ার ৩.৫% এবং মহেশখালীর ৭% উত্তরদাতা সঞ্চয়ী সমিতিতে অংশগ্রহণ করেন। গংগাচড়ায় ৬.৫% এবং মহেশখালীতে ৪.৯% উত্তরদাতা সাম্প্রতিক কালে সঞ্চয় করছেন। এর মধ্যে গংগাচড়ার ৯ জন সমিতিতে এবং ১৭ জন ব্যক্তিগতভাবে আর মহেশখালীতে ১২ জন ব্যক্তিগতভাবে এবং ১৭ জন সমিতিতে সঞ্চয় করছেন। বাৎসরিক সঞ্চয় করেছেন গংগাচড়ায় ৩৭.৫% উত্তরদাতা এবং মহেশখালীতে ৩৩.৩%। এরা বছরে ৫০০ টাকার কম সঞ্চয় করেন। অন্যদিকে গংগাচড়ায় ১৭.৬% এবং মহেশখালীতে ১৬.৭% উত্তরদাতা সর্বোচ্চ সঞ্চয় করেছেন ৪০০০ টাকার উপর। উত্তরদাতারা সঞ্চয়ের অধিকাংশ টাকা নিজের জন্য খরচ করেন। তবে গংগাচড়ার ৬৪.৭% উত্তরদাতা বলেছেন তারা সঞ্চয়ের টাকা নিজের চিকিৎসার জন্য খরচ করেছেন; মহেশখালীতে এই হার ৬.৭%। মহেশখালীতে ৫০% এবং গংগাচড়ায় ৪১.২% উত্তরদাতা বলেছেন তারা সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে খাদ্য কিনেছেন। গংগাচড়ায় ২৯.৪% এবং মহেশখালীর ২৫% উত্তরদাতা বলেছেন তারা সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে কাপড় কিনেছেন।

প্রবীণদের স্বাস্থ্য সমস্যা এবং স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা

স্বাস্থ্য প্রবীণদের একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। এটা শুধুমাত্র কোনো প্রবীণের একক বিষয় নয়; এটা হল জীবনব্যাপি রোগে ভোগার বিষয়। স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা বোঝার জন্য প্রবীণরা স্বাস্থ্যের বিষয়টাকে কীভাবে বোঝে তা জানা দরকার। এই জরীপে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে প্রবীণদের স্বাস্থ্যের অবস্থা, সেবা প্রদানকারী, কী ধরনের রোগে তারা ভোগেন, একটি বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে গংগাচড়ার প্রবীণরা "গ্রাম-ডাক্তারের" কাছে বেশী যান এবং মহেশখালীর প্রবীণরা সরকারী হাসপাতালে বেশী যান। ফার্মেসীতে যারা বসেন তাদের কাছেও যান। তবে ট্র্যাডিশনাল চিকিৎসকদের কাছে যান খুবই কম। সাধারণত কম খরচ, ভালো চিকিৎসা, যাতায়াত সহজ এবং খুব দূরে না এসব কারণেই নির্দিষ্ট জায়গায় তারা যান। এছাড়া যাদের ব্যবহার ভালো, গোপনীয়তা রক্ষা করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাদের কাছে প্রবীণরা যান। প্রবীণরা মনে করেন প্রবীণ বয়সের চিকিৎসায় ভালো হওয়া যায় না (গংগাচড়া ৯২.২%, মহেশখালীতে ৮৬.৯%)। তবে দুই উপজেলার অধিকাংশ উত্তরদাতা (গংগাচড়া ৮৯.২ এবং মহেশখালীতে ৮৬.৯%) জোর দিয়ে বলেছেন যে, যদি যথাসময়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা করা যায় তবে আরোগ্যলাভ করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, টাকার অভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় বা ব্যক্তির নিকট স্বাস্থ্য সেবা নেয়ার যুক্তি এবং স্বাস্থ্য ভালো রাখা সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ ধারণা সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রবীণরা স্বাস্থ্যকে কাজ করার ক্ষমতা হিসেবে দেখেন। "শারিরীকভাবে কাজ করতে সক্ষম" অনেকেই বলেছেন। শারিরীকভাবে সক্ষম নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা উভয় উপজেলায়ই বেশী।

৫০৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৪ জন (৬.৭%) বলেছেন তারা অসুস্থতার জন্য চলাফেরা করতে অক্ষম। প্রবীণরা ছেলে-মেয়ে বা পুত্রবধুর কাছ থেকে সেবা পেয়ে থাকেন। প্রবীণদের মধ্যে বেশীরভাগই বিধবা হওয়ায় স্পাউজের কাছ থেকে সেবা পান না।

প্রবীণরা সাধারণত গ্যাসট্রিক, আলসার/ পেটের ব্যথায় (২৮.২% এবং ২৪.২%) ভুগে থাকে। গংগাচড়াতে "সাধারণ অসুস্থ'তা" বেশী (৪১%)। মহেশখালীতে প্রবীণদের 'কফ ও শারিরীক দুর্বলতা' বেশী। উত্তরদাতারা কোনো একটি একক অসুখের কথা বেশী বলেননি। বা ছেলেদের অবহেলায় চিকিৎসা হচ্ছে না এরকম মন্তব্য খুব বেশী কেউ করে নি।

জরীপে আর একটি বিষয় উঠে এসেছে যে গ্রামে প্রবীণদের সংগঠন না থাকায় তারা কোনোভাবেই সচেতন নন। গংগাচড়ার ৯৩.১% এবং মহেশখালীর ৭৩.৮% উত্তরদাতা বলেছেন তাদের সবচেয়ে দুঃস্থ ও রুগ্ন প্রতিবেশী সম্পর্কে তারা বেশি কিছু জানে না। সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতালে প্রবীণদের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই - একথা উত্তদাতাদের অধিকাংশই জানেন (গংগাচড়া ৭৩.৫% এবং ৭৭.৫% মহেশখালীতে)।

স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রবীণরা এখনও মূলত পরিবারের উপরই নির্ভর করেন (গংগাচড়ার ৭৪.২% এবং মহেশাখালিতে ৮৪% উত্তরদাতা)। তবে একটি ক্ষুদ্র অংশ বলেছেন তারা নিজেদের উপর নির্ভর করেন (গংগাচড়ার ১০.৮% এবং মহেশখালীতে ৮.২%)। অন্যদিকে গংগাচড়ার ১৩.৮% এবং মহেশখালীতে ৬.১% উত্তরদাতা বলেছেন তারা ডাক্তার বা হাসপাতালের সেবার উপর নির্ভরশীল।

স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সুযোগ ব্যবহার করে প্রবীনদের দারিদ্র কমানো এবং সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহেশখালী ও গংগাচড়া উপজেলায় উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তি ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির ফলে সামাজিক নিরাপত্তা সেবাগুলিতে যেমন ভাতা ও সহায়তা বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি হয়। প্রবীণ সংগঠন ও প্রকল্পের প্রচেষ্টায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, মেম্বারদের সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতার ফলে সরকারী বিভিন্ন পর্যায়ের দারিদ্র বিমোচন এবং সামাজিক নিরাপত্তা (Social Safety Net) সেবাগুলো প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রবীণদের সুযোগ-সুবিধা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি সেবার মানও উন্নত হয়েছে। বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ সেবা সমূহে প্রবীণরা সুবিধা পাওয়ার ফলে একদিকে যেমন দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে অন্যদিকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে প্রবীণদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। প্রবীণদের জন্য নির্দিষ্ট সেবা ছাড়াও অন্যান্য সেবাগুলোতে প্রবীণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নির্বাচন, বিতরণ এবং সামাজিক কার্যক্রমের জন্য গঠিত কমিটিতে প্রবীণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলোঃ

উপাদান ১. ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তি

মহেশখালী ও গংগাচড়া উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনগুলোতে প্রবীণদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবীণদের সফলতার অন্যতম দিক হলো ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতেও প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তি সম্ভব হয়েছে। আর এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রবীণরা প্রতিটি কমিটিতে তাদের মতামত ও পরামর্শ দিয়ে নিজেদের অধিকার রক্ষায় অবদান রাখছেন।

ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রবীণদের তথ্য

উপজেলা	ইউনিয়ন পরিষদ ষ্ট্যান্ডিং কমিটির নাম						
	আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক (জন)	শিক্ষা ও গণশিক্ষা (জন)	কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়নমূল (জন)	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (জন)	কুটিরশিল্প ও সমবায় (জন)	স্বাস্থ্য ও পরি: পরিকল্পনা ও মহামারী (জন)	মৎস্য ও পশু সম্পদ (জন)
গংগাচড়া	৫	৫	৬	২	০	৬	০
মহেশখালী	১	১	১	৩	১	১	১

উপজেলা	ইউনিয়ন পরিষদের অন্যান্য কমিটির নাম				
	ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (জন)	ভিজিডি/ ভিজিএফ (জন)	টিআর (জন)	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ (জন)	অন্যান্য (জন)
গংগাচড়া	১৩	১	০	২	১১
মহেশখালী	৯	১৩	২	৩	০

ইউনিয়ন পরিষদ স্ট্যান্ডিং ও উন্নয়ন কমিটিতে প্রবীণ সংগঠনের নেতা ও প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্তির ফলে গ্রামীণ ও স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রবীণ বান্ধব হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ করে। ইউনিয়ন পরিষদের সাথে এই সম্পৃক্ততায় প্রবীণ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ ও সাধারণ দরিদ্র প্রবীণদের মধ্যে আস্থা তৈরি হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ও চেয়ারম্যানরাও প্রবীণ সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করতে গিয়ে প্রবীণদের শক্তি নতুন করে উপলব্ধি করেছেন। প্রকল্পের প্রথম দু'বছরেই (২০০৯, ২০১০) প্রবীণরা উদীয়মান সামাজিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে।

ক. ইউপি নির্বাচন ২০১১ এ প্রকল্প এলাকার প্রার্থীদের নিকট প্রবীণদের দাবী পেশ

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০১১ কে সামনে রেখে মহেশখালী ও গংগাচড়া উপজেলার ১৯ টি ইউনিয়নে প্রবীণ কমিটি জনসমাবেশের মাধ্যমে চেয়ারম্যান/মেম্বার প্রার্থীদের নিকট প্রবীণদের নিম্নলিখিত দাবী সমূহ যেমন, ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে প্রবীণ সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দরিদ্র প্রবীণদের অগ্রাধিকার দেয়া, চিকিৎসা, সুরক্ষা ও মানবিক কল্যাণে প্রবীণদের আর্থিক সহায়তা করা, প্রবীণ নির্যাতন বন্ধের উদ্যোগ নেয়া, দূর্যোগে প্রবীণদের অগ্রাধিকার দেয়া, বয়স্কভাতা- বিধবাভাতা যাচাই ও মনোনয়নে প্রবীণদের অন্তর্ভুক্ত করা সহ বিভিন্ন দাবী তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলোর চেয়ারম্যান ও মেম্বার প্রার্থীগণ নির্বাচনোত্তোর কালে প্রবীণদের দাবীসমূহ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন। বর্তমানে নির্বাচিত চেয়ারম্যান/মেম্বারগণ প্রবীণদের নিকট দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

খ. ইউপি'তে নির্বাচিত প্রবীণ সদস্যবৃন্দ

২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গংগাচড়া উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের মধ্যে খলেয়া ও মর্নেয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং বড়বিল, বেতগাড়ী, লক্ষিটারী, কোলকোন্দ, সদর, গজঘন্টা, মর্নেয়া, আলমবিদিতর ও নোহালী ইউনিয়নে মেম্বার পদে মোট ১৪ জন প্রবীণ সরাসরি প্রবীণ কমিটির সহযোগিতায় নির্বাচনে জয়লাভ করেন। অনুরূপভাবে মহেশখালী উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নের মধ্যে কুতুবজোম, মাতারবাড়ী ও কালারমারছড়া ইউনিয়ন থেকে মোট ৭ জন প্রবীণ সরাসরি প্রবীণ কমিটির সহযোগিতায় নির্বাচনে জয়লাভ করেন। উক্ত ৭ জনের মধ্যে ৩ জন প্রবীণ নারী। কুতুবজোম ইউনিয়নের **হুসনে আরা বেগম** আঞ্চলিক প্রবীণ কমিটির সদস্য, একই ইউনিয়নের **মহরম বিবি** প্রবীণ কমিটির সুরক্ষা ও সহায়তা বিষয়ক সম্পাদক এবং মাতারবাড়ী ইউনিয়নের প্রবীণ কমিটির সদস্য **সাহারা খাতুন**। এছাড়া পুরুষ মেম্বারদের মধ্যে **মোঃ ইছাক** আঞ্চলিক প্রবীণ কমিটির উপদেষ্টা ।

ইউপি'তে প্রবীণদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায় প্রবীণরা ক্ষমতায়নের দিকে এক ধাপ এগিয়েছে। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে প্রবীণদের মতামত দেয়ার অধিকার তৈরি হয়েছে যা পূর্বে ছিল না। ইউপি'র নানা ধরনের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে প্রবীণদের অংশগ্রহণ বাড়ায় প্রবীণদের সেবা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রবীণরা তাদের অধিকার সম্পর্কেও অধিকতর সচেতন হচ্ছেন।

গ. প্রবীণদের সমর্থনে ইউ পি'র মেম্বার নির্বাচিত ও দরিদ্র প্রবীণদের সহায়তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে

গংগাচড়া উপজেলার বেতগাড়ী ইউনিয়নে প্রবীণ সংগঠনের সদস্য নূরুল ইসলাম মেম্বার নির্বাচিত হওয়ার পর বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ ও ১০০ দিনের কর্মসূচিতে দরিদ্র প্রবীণদের আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- অগ্রাধিকার ভিত্তিক ২৫০ জন প্রবীণের ভিজিএফ কার্ড প্রাপ্তি ও শারিরীকভাবে সক্ষম ৮৬ জন দরিদ্র প্রবীণের ১০০ দিনের কাজের সাথে যুক্ত হওয়া। এছাড়াও নূরুল ইসলাম পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে আলোচনার সাপেক্ষে বিধবাভাতার ক্ষেত্রে অসহায় প্রবীণ বিধবাদের অগ্রাধিকার এবং ভিজিডি প্রকল্পে ১০০ জন প্রবীণ নারীর তালিকা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন। স্থানীয় সরকার পরিষদে প্রবীণরা নির্বাচিত হওয়ায় এবং তারা প্রবীণদের সহায়তায় এগিয়ে আসায় দরিদ্র প্রবীণদের প্রতি সহায়তা ক্রমাগত বাড়ছে।

উপাদান ২. স্থানীয় সুযোগ কাজে লাগানো

ক. দুটি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রবীণ সংগঠনের নিজস্ব জমিতে অফিসের ব্যবস্থা

গংগাচড়া উপজেলার দশটি ইউনিয়নের মধ্যে নয়টি ইউনিয়নে প্রবীণ কমিটির নিজস্ব অফিসের জন্য বিভিন্ন দাতা ও সরকারী খাস জমি হতে প্রাপ্ত জমির পরিমান প্রায় ১৪ শতাংশ। উক্ত জমিতে ইতোমধ্যেই প্রবীণরা তাদের নিজস্ব অফিস ঘর নির্মানের কাজ শুরু করেছে। বাকী ইউনিয়নেও ইউপি ভবনের একটি কক্ষ প্রবীণ সংগঠনের অফিস হিসেবে বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে। মহেশখালী উপজেলায় উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলা প্রশাসন চত্বরে আঞ্চলিক প্রবীণ কমিটির জন্য অফিস বরাদ্ধ দেয়া হয় এবং বড় মহেশখালী ইউনিয়নে স্থানীয় মার্কেটে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রবীণ কমিটির জন্য একটি কক্ষ বরাদ্ধ দেয়া হয়। কুতুবজোম ও শাপলাপুর ইউনিয়ন পরিষদ এর পক্ষ থেকে প্রবীণ সংগঠনের জন্য ইউপি ভবনে একটি করে কক্ষ বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে। প্রবীণদের স্থায়ী অফিসের ব্যবস্থা হওয়ায় প্রবীণরা তাদের সংগঠনের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছেন।

খ. সমাজকল্যাণ থেকে রেজিস্ট্রেশন পেল বড় মহেশখালী প্রবীণ সংগঠন

প্রকল্পের সহায়তায় গড়ে উঠা ইউনিয়নভিত্তিক প্রবীণ সংগঠনগুলির প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি অর্জনের আকাঙ্খা ছিল। আর এই আকাঙ্খা থেকেই বড় মহেশখালী ইউনিয়ন প্রবীণ সংগঠন সমাজ কল্যাণ আইনের আওতায় স্বীকৃতি অর্জন করে (নিবন্ধন নাম্বার- কক্স: ৪২০/১১)। সরকারী এ স্বীকৃতির অর্জনের ফলে প্রাথমিক ভাবে সংগঠনটির প্রবীণ কল্যাণে কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ নিবন্ধন বড়মহেশখালীর সকল প্রবীণদের উদ্যোগ ও কর্মস্পৃহাকে বৃদ্ধি করে। তাদের এই সাফল্যে অন্যান্য ইউনিয়নেও প্রবীণ কমিটি গুলো নিবন্ধন লাভের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

গ. রেজিষ্ট্রির পর সমাজ কল্যাণ থেকে ১০,০০০ টাকার তহবিল

নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর বড়মহেশখালি ইউনিয়ন প্রবীণ সংগঠনের পক্ষ থেকে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার নিকট তহবিল প্রাপ্তির আবেদন করা হয়। সমাজসেবা কর্মকর্তা আবেদনটি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে আলোচনা করে জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে পাঠনোর পর গত ২৪.০৭.২০১২ তারিখে সমাজসেবা মন্ত্রনালয় থেকে বড় মহেশখালী প্রবীণ সংগঠনের জন্য ১০,০০০ টাকা অনুদান হিসেবে বরাদ্ধ দেয়া হয়। কক্সবাজার জেলা প্রশাসক কার্যলয়ে মাননীয় সংসদ সদস্য এথিন রাখাইন প্রবীণ নেতৃবৃন্দের হাতে অনুদানের এই দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন।

উপাদান ৩. তালিকা প্রস্তুত ও বিতরণ ব্যবস্থাতে মনিটরিং টীমের ইতিবাচক প্রভাব

মহেশখালী ও গংগাচড়া উপজেলায় ইতোমধ্যেই প্রবীণ মনিটরিং টীমের সরাসরি তত্বাবধানে প্রকল্প চলাকালীন (মার্চ ২০০৯ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত) ৬৫৬ জন প্রবীণ বয়স্কভাতা, ৪৮৩ জন বিধবা ভাতা, ১০৭৮ জন ১০০ দিনের কর্মসূচিতে ও ২৯২৩ জন ভিজিএফ কার্ড পেয়েছে। ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির তত্বাবধানে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন মনিটরিং টিম গ্রাম ভিত্তিক বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা পাওয়ার যোগ্যদের তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কমিটি যে সকল প্রবীণ ভাতা পাওয়ার যোগ্য অথচ পায়নি তাদের তালিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট এলাকার ওয়ার্ড মেম্বার ও চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের ভাতা পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বার এবং উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ প্রবীণ কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুসারেই বয়স্ক ও বিধবাভাতা প্রদান করে থাকে। ভাতা ব্যবস্থায় অনিয়ম দূর করার জন্য মনিটরিং টীম বিতরণের সময় উপস্থিত থাকায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে। বিতরণের তারিখ পুর্বেই জানিয়ে দেয়ার কারণে হয়রানী থেকেও এখন প্রবীণরা অনেকটা মুক্ত। নিয়মিত তদারকির কারণেই বিতরণ ব্যবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে।

ক. উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বয়স্কভাতার কার্ড যাচাই-বাছাইয়ে দায়িত্ব প্রদান করা হলো প্রবীণ সংগঠনকে

মহেশখালী উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নে প্রবীণ মনিটরিং টিমের মাধ্যমে বয়স্কভাতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য উপজেলা প্রশাসনের নিকট জমা দেয়ার পর, উপজেলা সমাজসেবা অফিস তা পর্যালোচনা করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে সমাজসেবা কর্মকর্তা, ব্যাংক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ ও রিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রতিটি ইউনিয়নে বয়স্কভাতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির যাচাই বাছাই ও ব্যাংক একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ সম্পৃক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করবে। দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর আঞ্চলিক প্রবীণ কমিটি জরুরী মিটিং করে গোপনীয়তার সাথে বয়স্কভাতার নানা ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য স্বচ্ছতার সাথে সংগ্রহ করে সমাজসেবা অফিসে জমা দেন। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মনিটরিং দলের তথ্য মোতাবেক সকল ইউনিয়নের ভাতাভোগীদের বইগুলো ক্লোজ করে তার কার্যালয়ে নিয়ে আসেন।

মহেশখালী উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নে বয়স্কভাতা যাচাই/ বাছাইয়ের অনিয়ম সমুহ (পরিসংখ্যান গত তথ্য)

একই পরিবারে একাধিক ভাতা	*মৃত প্রবীণদের বয়স্কভাতা কার্ড জমা না দেয়া*	*আইডি কার্ডে বয়স ভুল*	*জাল আইডি কার্ড বানানো*	*ধনী বা স্বচ্ছল*	*আইডি কার্ড এবং ভাতা বহিতে অমিল*	*ভাতা ফরম পুরনের ক্ষেত্রে মিথ্যা তথ্য প্রদান (জন্ম নিবন্ধন ফরম)*	*বয়স্কভাতা বইয়ের সঠিক প্রবীণ না পাওয়া (ভুয়া নাম ব্যবহার)*	*সর্ব মোট*
৩৪৮	৪৯৮	৪৪৭	৩০০	৪৭৩	৯৬	১৩৬	১১৮	২৪১৬

উপজেলার নয়টি ইউনিয়নে প্রবীণ কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত সর্বমোট ২৪১৬ টি অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- মৃত প্রবীণদের বয়স্কভাতা কার্ড জমা না দেয়া ও স্বচ্ছল বা ধনী ব্যক্তি যারা প্রচুর সম্পদের মালিক, দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল কম বয়সী লোক বা আইডি কার্ডে বয়স ভুল, যাদের বয়স বাড়িয়ে ভাতার কার্ড দেয়া হয়েছিল। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ৯টি ইউনিয়নের প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ভাতার সমস্যা সমাধান করতে সচেষ্ট রয়েছেন।

খ. উন্নত ও সুশৃংখল করতে পৌর মেয়রের উদ্যোগ

ভাতা বিতরণ ব্যবস্থাকে উন্নত ও সুশৃংখল করার লক্ষ্যে মহেশখালী পৌরসভার মেয়র জনাব মখছুদ মিয়া প্রবীণ কমিটিকে সাথে নিয়ে ভাতা বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে বৈঠক করে মেয়রের কার্যালয়ে বয়স্কভাতা বিতরণ করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন; প্রবীণরা বয়স্কভাতার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে যা খুবই অমানবিক। মেয়রের অনুরোধে পৌরসভা কার্যালয়ে ২০১২ সাল হতে পৌরসভার ৯ টি ওয়ার্ডের ৩৬০ জন নারী ও ৩২০ জন পুরুষ সহ মোট ৬৮০ জন প্রবীণকে বয়স্কভাতা বিতরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

মেয়র, প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে পৌরসভা কার্যালয়ে বয়স্কভাতাভোগীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন এবং ৩ দিনে ৬৮০ জন প্রবীণের হাতে বয়স্কভাতার টাকা তুলে দেন। প্রতিদিনের শুরুতে পৌর মেয়র প্রবীণদের সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেন। এরপর থেকে নিয়মিত ভাবে মেয়রের কার্যালয়ে ভাতা বিতরণ হয়ে আসছে। ব্যতিক্রমি এ উদ্যোগের ফলে প্রবীণরা দূর্নীতিমুক্তভাবে ভাতার টাকা সংগ্রহ করছেন।

উপাদান ৪.স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক উদ্যোগ ও প্রবীণদের প্রতিনিধিত্ব

ক. হোয়ানকে হত দরিদ্র প্রবীণদের কর্মসংস্থান

মহেশখালী উপজেলার হোয়ানক ইউনিয়নে ২০১২ সালে সরকারের অতি দরিদ্রদের জন্য "কর্মসংস্থান কর্মসূচি" প্রকল্পে প্রবীণ কমিটির পক্ষ থেকে ১০২ জন হত দরিদ্র প্রবীণদের তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর নিকট প্রদান করা হয়। ওয়ার্ড মনিটরিং টিম নিয়মিতভাবে ইউপি চেয়ারম্যান এর সাথে যোগাযোগ এর ফলে চেয়ারম্যান, মেম্বার ও রাজনৈতিক নেতাদের সমন্বয়ে কর্মসংস্থান কর্মসূচির চূড়ান্ত তালিকায় উক্ত ১০২ জন প্রবীণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যাদের মধ্যে প্রবীণ নারী ১২ জন এবং প্রবীণ পুরুষ ৯০ জন। দৈনিক ১৭৫ টাকা করে ১০০ দিনের এই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থেকে হত দরিদ্র এসব প্রবীণ প্রত্যেকে (১৭৫×১০০)=১৭,৫০০ টাকা পেয়েছেন, যা তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র

নিরসনের ক্ষেত্রে এক বড় সফলতা। প্রবীণ কমিটির মনিটরিং টিমের নেতৃত্বের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে প্রবীণরা তাদের অধিকার আদায়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সাথে যুক্ত হয়ে প্রবীণরাও অবদান রাখছে।

খ. স্বচ্ছল প্রবীণদের ব্যক্তিগত দানশীলতার লক্ষ্য হচ্ছে-দুঃস্থ ও দরিদ্র প্রবীণদের সহায়তা করা

মহেশখালী উপজেলায় দান ও সহায়তার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যের পরিবর্তন হয়েছে। অতীতে এই ধরনের দানের জন্য সাধারণভাবে দুঃস্থদের বিবেচনা করা হতো কিন্তু এখন গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে দুঃস্থ প্রবীণদের। প্রায় প্রতি বছর রমজান মাসে মাতারবাড়ী ইউনিয়নের দুঃস্থ অসহায় প্রবীণরা দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে না পেরে অত্যন্ত কষ্ট করে রমজান মাসে রোজা পালন করতো। প্রবীণ কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব হাজী মোঃ হোসাইন প্রবীণ সংগঠনের সহায়তা নিয়ে ১১০ জন দুঃস্থ প্রবীণকে নিজ তহবিল থেকে ২০ কেজি করে চাল বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি ২০১০ সালে রমজান শুরুর আগের দিন ১১০ জন দুঃস্থ অসহায় দরিদ্র প্রবীণদের মাঝে ২০ কেজি করে চাল বিতরণ করেন। পরবর্তী বছরগুলোতেও ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রাম কমিটির মাধ্যমে তালিকা সংগ্রহ করে রমজানের শুরুতে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত মোট ৩০২ জন প্রবীণকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচি গ্রহণের ফলে হত-দরিদ্র প্রবীণগণের দীর্ঘ এক মাসের বিশেষ এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে খাবারের সমস্যার সমাধান হলো।

স্বাস্থ্য সেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতা

উপাদান ১. সেবাদানকারীদের সাড়া প্রদান

প্রবীণ নেতাদের উদ্যোগ, লবিং ও উৎসাহের কারণে সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবাদানকারী সংস্থা এবং ব্যক্তি পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্মীরা দরিদ্র প্রবীণদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। যারা সেবা দিচ্ছেন তাদের কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়ে অন্যরাও এগিয়ে আসছে এবং তা ক্রমেই বিস্তার লাভ করেছে, এটা প্রকল্পের একটি উৎসাহব্যঞ্জক দিক।

ক. মহেশখালী ও গংগাচড়ায় পাল্টে গেছে প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবার অভিগম্যতার চিত্র

মহেশখালী ও গংগাচড়া উপজেলায় প্রবীণ কার্যক্রম (পিওপিপি) শুরুর পূর্বে সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে প্রবীণদের যাতায়াত ছিল খুবই কম। প্রবীণদের ধারণা ছিল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে শুধুমাত্র গর্ভবতী মা ও শিশুদের চিকিৎসা করানো হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক মতবিনিময় সভা ও প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে প্রবীণ মনিটরিং টিমের সদস্যরা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ শুরু করেন এবং প্রবীণদেরকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য নিয়মিত প্রচার প্রচারণা চালানো হয়। প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহের আউট ডোরে প্রবীণদের যাতে লাইনে দাঁড়াতে না হয় সেজন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। এতে করে স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে প্রবীণ নেতৃবৃন্দের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে এক পর্যায়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রবীণ কমিটিসমূহ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মকর্তাদের সাথে প্রবীণদের চিকিৎসা সুবিধার লক্ষ্যে লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রবীণ কমিটির যোগাযোগের ফলে দরিদ্র প্রবীণদের স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয় এবং সাধারণ প্রবীণদের মধ্যে বর্তমানে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা প্রকল্প শুরু হওয়ার আগের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির রেজিস্টার শীটে ও মনিটরিং দলের প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রকল্পের শুরু থেকে চতুর্থ বছরে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবহারের চিত্র পাওয়া গেছে। নীচের সারণীতে সে তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

সারণী- ১ প্রকল্প এলাকায় প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবহারের চিত্র

উপজেলা	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র		কমিউনিটি ক্লিনিক		এনজিও স্বাস্থ্য কেন্দ্র		পল্লী ডাক্তার		সরকারী/প্রাইভেট ডাক্তার		উপজেলা হেল্থ কমপেক্স		প্রাইভেট ক্লিনিক	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
মহেশখালী	৬৫০	৩০৬	১৩৮৫	৩৯৫	৭০	৫০	৬০২	৬০৬	২৮	২৭	৬৪২	৫৩১	৪৭২	৩০২
গংগাচড়া	৫৭৮	৮১৪	৩৪৯	৭২২	৮৪	৯৮	৬৭৮	৫৬১	৬৩৪	৫৬১	৯৩২	৭৩১	৪৬৩	২৭৬
মোট	১২২৮	১১২০	১৭৩৪	১১১৭	১৫৪	১৪৮	১২৮০	১১৬৭	৬৬২	৫৮৮	১৫৭৪	১২৬২	৯৩৫	৫৭৮

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারকারী, চিকিৎসক, প্রবীণ কমিটির নেতা-নেত্রী সবাই বলেছেন- তাদের স্ব-স্ব উপজেলায় প্রবীণদের সেবার অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ হিসেবে তারা বলেছেন- প্রবীণ রোগীদের প্রতি স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন।

খ. প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবায় মনিটরিং দলের সফলতা

২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে ইউনিয়ন মনিটরিং দল, ইউপি সদস্যদের নিয়ে মহেশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে গিয়ে ডা: মাহাফুজুল হক, এম.বি.বি.এস, বি.সি.এস (স্বাস্থ্য) কে বিনামূল্যে ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিমাসে ১০ জন প্রবীণ রোগী দেখার অনুরোধ করেন। তাদের জোরালো

অনুরোধের প্রেক্ষিতে ডা: মাহাফুজ ১ বছরের জন্য রোগী দেখার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন; রোগী পাঠানোর সময় প্রবীণ সংগঠনের প্যাডে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর যুক্ত সুপারিশ থাকলে তিনি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসা সেবা দেবেন। বর্তমানে বছরে ১২০ জন অসুস্থ প্রবীণ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন।

গ. প্রবীণদের চিকিৎসার জন্য ট্রাস্টি ফান্ড গঠন

মাতারবাড়ী ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সদস্যগণ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের চিকিৎসক ডা: ইয়াকুব আলী প্রবীণ কমিটির অনুরোধে বিনামূল্যে নিয়মিত দুঃস্থ প্রবীণ রোগীদের চিকিৎসাসেবা শুরু করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা যায় যে, অসুস্থ প্রবীণরা ডাক্তারের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র ও সামান্য ঔষধ পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু ব্যবস্থাপত্রের বাকী ঔষধ কেনার সামর্থ অনেকেরই থাকে না।

এমতাবস্থায় ইউনিয়ন কমিটির মিটিং এ ঔষধ কিনতে না পারা প্রবীণদের জন্য ঔষধ সরবরাহের লক্ষ্যে প্রবীণদের চিকিৎসার জন্য ট্রাস্টি ফান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত ফান্ডে প্রবীণ কমিটির সভাপতি ও অর্থ সম্পাদক নগদ ১০০০ টাকা করে জমা দিলে অন্য সদস্যদের মধ্যেও উৎসাহ তৈরি হয়। সদস্যদের অনুদান ছাড়াও রিসিট বই তৈরি করে এলাকার দানশীল ব্যক্তি ও অন্যান্য লোকদের সাথে যোগাযোগ করে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যাংকে হিসাব খোলে জমা রাখা হয়। পরবর্তীতে ঔষধ কিনতে অপারগ প্রবীণ রোগীর প্রেসক্রিপশন মোতাবেক ১০০/২০০ টাকা দিয়ে ঔষধ কেনার ক্ষেত্রে সহায়তা করে আসছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যথাযথ প্রমাণ হিসেবে প্রেসকিপশনের ফটোকপি সংরক্ষণ করে রাখছেন। ফেব্রুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৬৭ জন অসহায় প্রবীণকে ঔষধ কেনার জন্য অর্থ সহায়তাও প্রদান করা হয়েছে।

ঘ. এনজিও পরিচালিত স্বাস্থ্য সেবায় প্রবীণদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে

ছোট মহেশখালী ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সদস্যরা প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী, বেসরকারী ও এনজিও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে নিয়মিত যোগাযোগ করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় অতি দরিদ্র প্রবীণদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবার জন্য এনজিও পরিচালিত হোপ মেডিকেল সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করেন। হোপ মেডিকেল সেন্টার কর্তৃপক্ষ এম.বি.বি.এস ডাক্তার দ্বারা প্রতি দিন ১ জন অর্থাৎ প্রতি মাসে ৩০ জন অতি দরিদ্র প্রবীণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত রেফারেল স্লিপ এর মাধ্যমে হতদরিদ্র অসুস্থ প্রবীণ রোগী পাঠানো হচ্ছে। হোপ মেডিকেল কর্তৃপক্ষ তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতি মাসে অন্তত ৩০ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা পেয়ে আসছেন।

ঙ. 'কুড়িবিশ্বা কম্যুনিটি ক্লিনিক' এর স্বাস্থ্যসেবার সাথে যুক্ত হলো তিস্তা পারের অবহেলিত দুটি গ্রামের প্রবীণ জনগোষ্ঠী

গংগাচড়া উপজেলার কোলকোন্দ ইউনিয়নের দোলাপাড়া ও ডোগারপাড়া গ্রাম দুটি তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত দারিদ্র্য-পীড়িত এলাকা। এলাকার প্রবীণরা সরকারী-বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা নেয়া হয়ে উঠতো না। কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পর্কে প্রবীণদের ধারণা ছিল এখানে প্রবীণ উপযোগী কোন চিকিৎসা নেই। প্রবীণ কমিটি এবং ওয়ার্ড মনিটরিং টিম প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি বিষয়ে 'কুড়িবিশ্বা কম্যুনিটি ক্লিনিক' এ যোগাযোগ করেন। নিয়মিত যোগাযোগের ফলে ক্লিনিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী উক্ত দুটি গ্রামের প্রবীণ রোগীদের ক্লিনিকে পাঠানোর জন্য বলেন। প্রবীণদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়ে সেবা প্রদান করা এবং যথা সম্ভব ঔষধ দেয়ার অঙ্গীকার করেন। প্রবীণদের নিয়মিত আসা যাওয়া দেখে ক্লিনিক পরিচালনা কমিটি প্রবীণ কমিটির সভাপতি শ্রী গুরুদাস ঠাকুরকে ক্লিনিক পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব প্রদান করেন। প্রবীণ সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর সপ্তাহের অন্যান্য দিন ছাড়াও রবিবার ও বুধবার প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্য আলাদাভাবে নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে এলাকার হত-দরিদ্র প্রবীণেরা এখন বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন।

খলেয়া ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের জন্য ২৭-০২-২০১২ইং তারিখে ১, ২ ও ৯ নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিকে ডা: মোঃ শফিকুল ইসলাম, ৩, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিকে দায়িত্বরত মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের কমিউনিটি ক্লিনিকের দায়িত্বরত মোঃ জিল্লুর রহমান এর নিকট খলেয়া ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি প্রবীণদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসা ও সেবার জন্য অনুরোধ জানান। এর ফলে কমিউনিটি ক্লিনিকে দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণ প্রবীণদের সাধারণ মানুষের মত লাইনে দাড় না করিয়ে দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করেন। বর্তমানে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার ফলে প্রবীণরা কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

চ. পল্লী চিকিৎসকগণ অসহায় প্রবীণদের চিকিৎসা দিতে এগিয়ে আসছে

মর্ণেয়া ইউনিয়নে প্রবীণদের কার্যক্রম শুরুর পর ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি ও ইউনিয়ন মনিটরিং টিম ইউনিয়নের সকল প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় পল্লী চিকিৎসকদের সাথেও যোগাযোগ করেন। মর্ণেয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত খলিফার বাজারে "সাহাবুল মেডিক্যাল" এর পল্লী চিকিৎসক ডা: মো: দুলাল মিয়া প্রবীণদের চিকিৎসা সেবায় সহযোগিতা করার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেন। প্রতি সপ্তাহের শনিবার প্রবীণদের জন্য ফ্রি চিকিৎসাসেবা, পরামর্শ, প্রেসক্রিপশন ও প্রাথমিক চিকিৎসায় ঔষধ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি নিয়মিত অসুস্থ প্রবীণদের নিজ চেম্বারে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন এবং গ্রামে গ্রামে গিয়েও নিয়মিত চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন। তার এই উদ্যোগের ফলে বর্তমানে ইউনিয়নের অন্যান্য পল্লী চিকিৎসকরাও নিয়মিত ভাবে প্রবীণদের সেবা প্রদান করে আসছে।

গজঘন্টা বাজারে অবস্থিত সবুজ ফার্মেসীর মালিক ও পল্লী চিকিৎসক জনাব মো: আব্দুল্লাহ বলেন আমি হতদরিদ্র প্রবীণদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাবো এবং প্রবীণদের নিকট ৫% লাভে ঔষুধ বিক্রয় করবো, আর যে প্রবীণ ঔষধ কিনতে না পারবে তাকে যথাসাধ্য ঔষধ দিয়ে সহযোগিতা করবো। প্রবীণ কমিটির মাধ্যমে এ সংবাদ ছড়িয়ে দেয়া হলে তার ফার্মেসীতে প্রবীণদের ভিড় তৈরি হয়। তিনিও আন্তরিকতার সাথে প্রবীণদের সেবা করায় পল্লী চিকিৎসক মো: আব্দুল্লাহ এবং তার ফার্মেসী প্রবীণ বান্ধব হিসেবে পরিচিত হয়। পল্লী চিকিৎসক মো: আব্দুল্লাহর ফার্মেসীতে দৈনিক প্রায় ১০/১৫ জন প্রবীণ স্বাস্থ্য সেবার জন্য আসেন। তিনি জ্বর মাপা, প্রেসার মাপার জন্য কোন প্রকার ফি নেন না। ডা: আব্দুল্লাহ প্রবীণদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ায় পাশের রাজবল্লভ বাজারে সেতু ফার্মেসীর মালিক পল্লী চিকিৎসক জনাব মো: শাহ আলম (সাবু) মিয়া সহ অনেকেই প্রবীণদের নিকট অত্যন্ত কম লাভে ঔষধ বিক্রি, জ্বর ও প্রেসার বিনা মূল্যে মেপে থাকেন।

ছ. বায়তুশ শরফ চক্ষু হাসপাতালের প্রবীণদের বিশেষ চিকিৎসা

ইউনিয়ন ও আঞ্চলিক প্রবীণ কমিটির নিয়মিত যোগাযোগের ফলে কক্সবাজারে অবস্থিত বায়তুশ শরফ চক্ষু হাসপাতালের সাথে প্রবীণদের বিনামূল্যে সেবা দেয়ার লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, উক্ত চুক্তি মোতাবেক মহেশখালী উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নের প্রবীণদের বিনামূল্যে চোখের বিশেষ চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করা হয়। ৯ টি ইউনিয়নে মোট ৭৮৩ জন প্রবীণ চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে এই সেবা লাভ করেন। যাদের মধ্যে ৩১৬ জন প্রবীণ নারী ও ৪৬৭ জন প্রবীণ পুরুষ। ২৯ জন রোগীর ছানি অপারেশনও করানো হয় বিনামূল্যে।

উপাদান ২. কমিটির নেতৃত্বে দুঃস্থ প্রবীণদের চিকিৎসা সহায়তার উদ্যোগ

ক. কুষ্ঠ রোগীর পাশে প্রবীণ মনিটরিং টিম ঃ নতুন করে বাচাঁর স্বপ্ন

মহেশখালী উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের আধারঘোনা গ্রামের কুষ্ঠ রোগী ছাবের আহম্মদ (চান্দু)। গ্রীষ্ম কালে লবণ চাষ এবং অন্য সময় নিজের একমাত্র নৌকা ও জাল দিয়ে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। ১৯৯০ সালের ঘুর্ণিঝড় তার নৌকা ও জাল সাগরের পানির সাথে ভেসে যায়। লবণের মাঠেও কাজ করার সুযোগ না থাকায়, বেঁচে থাকার তাগিদে দিন মজুরী শুরু করেন। হঠাৎ একদিন দেখতে পায় তার পায়ে একটা ফোসকার মত দেখা দিয়েছে, ধীরে ধীরে আরো বাড়তে থাকে। প্রথমে গ্রামের ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় কিন্তু কোন লাভ হয়নি। ধীরে ধীরে তার পায়ের আঙ্গুল খসে পড়তে শুরু করে। পায়ের পাতার অর্ধেক না থাকায় দিন মজুরের কাজ করা আর সম্ভব হয়নি। কোন উপায় না পেয়ে ধার কর্জ করে ১৫০০ টাকায় একটি ইয়ারগান কিনে হাটে বাজারে ও মেলায় বেলুন ফোটানো ব্যবসা করে কোন রকম সংসার চালাচ্ছিলেন। এদিকে তার পায়ের ক্ষত দিনে দিনে বাড়তে থাকে। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দেখালেও কোন লাভ হয়নি।

ওয়ার্ড মনিটরিং টিম ছাবেরের গুরুতর অসুস্থতার খবর শুনে তাকে বিনামূল্যে চিকিৎসার করানোর জন্য "দি লেপ্রোসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল" এর কর্মসূচি পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করেন। প্রবীণ সংগঠন থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করে বান্দরবান অঞ্চলের সুপারভাইজার মথি চাকমার মাধ্যমে "দি লেপ্রোসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল" কুষ্ঠ হাসপাতালে পাঠান এবং নিয়মিত যোগাযোগ করেন। দীর্ঘ ছয় মাস চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু তার দুটি পা পচন ধরায় তা কেটে ফেলতে হলেও বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন।

খ. প্রবীণ কমিটির সভাপতির কমিউনিটি ক্লিনিক এর জন্য জমি দান - চিকিৎসা অগ্রগতির স্বার্থে অবদান

কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার কুতুবজোম ইউনিয়নের ঘটিভাঙ্গা গ্রামের হাজী ইমাম শরীফ (৭০) প্রকল্পের শুরু থেকে প্রবীণ গ্রাম কমিটির সভাপতি। তিনি প্রবীণদের নিয়ে ভাবেন বিশেষ করে প্রবীণদের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে। ইউনিয়নের ৬ টি ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিক থাকলেও ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে কোন কমিউনিটি ক্লিনিক নাই। এমতাবস্থায় প্রবীণ কমিটি ঘটিভাঙ্গা গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করেন। কিন্তু গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা কেউ জায়গা দান করতে আগ্রহী না হওয়ায় এই ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিকের আবেদনটি ফাইল বন্ধি হয়ে যায়। অবশেষে ঘটিভাঙ্গা প্রবীণ কমিটির সভাপতি হাজী ইমাম শরীফ জায়গা দান করার জন্য নিজ আগ্রহে এগিয়ে আসেন, তিনি বলেন, কেউ জায়গা দান না করায় আমাদের এলাকায় কমিউনিটি ক্লিনিক হয়নি, প্রবীণদের স্বার্থে আমি জায়গা দান করবো । ২০১১ সালের জুলাই মাসে হাজী ইমাম শরীফ স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের সচিবের নামে ৫ শতক জায়গা রেজিষ্ট্রি করে দেয়ার পর অক্টোবর ২০১১ ইং সনে ভবনের কাজ শুরু হয় এবং ডিসেম্বর ২০১১ সালে তার কাজ সম্পন্ন হয় এবং জানুয়ারী ২০১২ সালে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম শুরু হয় । বর্তমানে সেখানে নিয়মিত ভাবে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ৮০ - ৯০ জন মানুষ এই প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছেন যার ২০% প্রবীণ।

উপাদান ৩ "হোমকেয়ার" স্বেচ্ছাসেবক ভিত্তিক শয্যাশায়ী প্রবীণদের সেবা-সহায়তা

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) মহেশখালী ও গংগাচড়া উপজেলার ১৯ টি ইউনিয়নে পিওপিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সময় দেখেছে যে বিশেষ করে ১৭ টি ইউনিয়নে বহু প্রবীণ শয্যাশায়ী ও অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন যাদের খোঁজখবর নেয়া ও সহায়তার কেউ নেই। তাছাড়া এ সকল অসহায় প্রবীণদের হাসপাতালে বা কোন নার্সিং হোমে সেবা গ্রহণ এর সামর্থ্য নেই। প্রকল্প এলাকার কর্মীরা আরো দেখেছেন যে, হোমকেয়ার সার্ভিসের চাহিদা সেই সকল প্রবীণদের সবচেয়ে বেশী যাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন খুবই কষ্টকর, চলাচলে যারা অক্ষম বা কম চলাফেরা করতে পারেন এবং যাদের দেখাশুনা করার কেউ নেই ।

ক. প্যারালাইসিসে আক্রান্ত নেতরী বেওয়ার দৈনন্দিন সহায়তা

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার লক্ষিটারী ইউনিয়নের পূর্ব খানাটারী গ্রামের অসুস্থ অসহায় এক নারী নেতরী বেওয়া, বয়স ১০৫ বছর। স্বামীর মৃত্যু এবং ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়ে আলাদা হয়ে যাবার পর অসহায় নেতরী বেওয়ার দেখাশুনা করার মত আর কেউ থাকে না। তিনি স্থানীয় মেম্বারের সহায়তায় বিধবাভাতার কার্ড পান, কার্ডের বদৌলতে ছেলেরা কিছুদিনের জন্য তাকে দেখাশোনা করে। নেতরী বেওয়া কোমরের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়েন, অনেক ঔষধ খাওয়ানোর পরেও তার অসুখ ভাল হয় না এবং ছেলেরাও ক্রমাগত দূরে সরে যেতে থাকে। কিছুদিন পরে তিনি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তার দৈনন্দিন কার্যক্রম যেমন: তাকে খাওয়ানো, গোসল করানো, হাত পা মেসেজ করা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর যখন কেউ ছিলনা তখন পিওপিপি প্রকল্পের ওয়ার্ড মনিটরিং টীমের সদস্যগণ তাকে বিভিন্ন সময় তার সহযোগিতা করেন। বর্তমানে উক্ত গ্রামের হোমকেয়ার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীর সহায়তায় তার স্বাস্থ্যগত অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে, তিনি কারো সহায়তার মাধ্যমে উঠে বসতে পারেন, বর্তমানে সংশ্লিষ্ট হোমকেয়ার কর্মী নিয়মিত তার খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং প্রতিবেশিদের কেউ তাকে সাধ্যমত সহায়তা দানের জন্য অনুরোধ করেন।

উপাদান ৪. প্রবীণ বয়সে রোগ সম্পর্কে কুসংস্কার সুস্বাস্থ্যের জন্য বাঁধা

প্রবীণ বয়সে বিভিন্ন রোগ যেমন, বহুমুত্র (ডায়বেটিস), বাত, হাড়ের ক্ষয়, মেনোপজ সমস্যা ইত্যাদি রোগে প্রবীণরা কখনই ডাক্তারের পরামর্শ নিতো না, এমনকি কিভাবে চললে ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রন করা যায় সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিলো না। ২০০৯ সালে প্রবীণ কার্যক্রম শুরুর পর প্রবীণদের স্বাস্থ্য সমস্যা ও তা প্রতিকারের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিতে আলোচনার সুবাদে অতিদরিদ্র ও অসচেতন প্রবীণরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রমুখি হওয়ার পর তারা ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রন সমন্ধে জেনেছে, জেনেছে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট হাড়ের কতটুকু উপকার করে। ডায়রিয়াকে মনে করত কলেরা, যে রোগে পরিবারের সকলের মৃত্যু হতো, প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত রোগীদের প্রবীণেরা মনে করতেন ঐ রোগীকে জ্বীন পরীরা চপেটাঘাত করেছে। স্থানীয় ওঝা ও বৈদ্যর

উপর নির্ভরশীলতার কারণে তারা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে যেতে অনীহা প্রকাশ করতো, তবে প্রবীণ কমিটির মাধ্যমে সাধারণ প্রবীণদের সচেতন করায় প্রবীণেরা এখন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলো থেকে চিকিৎসা ও ফ্রি ঔষধ গ্রহণ করছে। বর্তমানে প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের পরিমান পূর্বের তুলনায় ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে । মাতারবাড়ী ইউনিয়নের সিকদারপাড়া গ্রামের ঝাড়ফুঁক বা কবিরাজী চিকিৎসায় বিশ্বাসী প্রবীণ আলমাছ খাতুন (৭০) বলেন; হাতে ও পায়ে চর্মরোগের কারনে সমস্ত শরীর ব্যথা হয়ে যাওয়ার ফলে চলাচল করতে পারতাম না। স্থানীয় ওঝা বৈদ্যর এবং কবিরাজের ভুল পরামর্শে ও ভূল ভাবে ঔষধ লাগানোর ফলে ক্ষত স্থানে পচন ধরে যায়। পরবর্তিতে প্রবীণ কমিটির সদস্যদের পরামর্শ ও সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে চর্মরোগের ঔষধ নিয়ে লাগানোর ফলে বর্তমানে সুস্থ হয়ে জীবন যাপন করছি । সাধারণ প্রবীণরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন এবং প্রবীণদের মধ্যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডাক্তারদের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে ।

শক্তিশালী প্রবীণ সংগঠন গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা

চতুর্থ অধ্যায়

উপাদান ১. সক্ষমতা তৈরি

মহেশখালী ও গংগাচড়া উপজেলার ১৯ টি ইউনিয়নের ৩৩৮ টি গ্রাম কমিটিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রবীণ নেতৃবৃন্দ কমিটি সমূহের মাসিক মিটিং এ উপস্থিত থাকে। মাসিক মিটিং নিয়মিত করার জন্য এক গ্রামের নেতৃবৃন্দ অন্য গ্রামে সফর করে থাকেন। সমস্যা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে কমিটির সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ সমূহকে সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করে থাকে। কমিটির সদস্যরা নিজেরাই ডকুমেন্টেশন করা, নিজেদের মধ্যে ওয়ার্কশপ, নিজেদের কমিটিকে শক্তিশালী করার জন্য কমিটি সংস্কারসহ কমিটিগুলো শক্তিশালী করণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। প্রবীণ সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য প্রতিটি কমিটি তাদের নিজেদের সঞ্চয়, তহবিল এবং ঋণ কর্মসূচিকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

ক. মহেশখালী ও গংগাচড়া প্রবীণ সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মাঠ সফর বিনিময় - সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলেছে

প্রবীণ কমিটির সদস্যরা নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময়, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ সালে "বিনিময় সফরের মাধ্যমে শিখন" এর আয়োজন করে। এতে তাদের সাফল্য, সীমাবদ্ধতা ও সুপারিশসমূহ বেরিয়ে আসে। রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত দুই জন চেয়ারম্যান কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে প্রবীণদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তারা মূলত: গ্রাম কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বার, পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় করে নিজেদের এলাকার কার্যক্রম তুলে ধরার পাশাপাশি মহেশখালী এলাকার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। উক্ত কার্যক্রমে মোট ৩১ জন প্রবীণ অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে একই ভাবে গংগাচড়া ও মহেশখালী এলাকার প্রবীণরা গাজীপুর সদরের তুমুলিয়া ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ সফরগুলোতে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল: কিভাবে সংগঠনকে টেকসই করা যায়, সঞ্চয়কে কিভাবে প্রবীণদের কল্যাণে আরো কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করা যায়, তহবিল কিভাবে সংগ্রহ করা যায় ও তার ব্যবহার পদ্ধতি, কমিটির কাজের অগ্রগতি ও ভবিষৎ পরিকল্পনাসহ পুরাতন এলাকার প্রবীণ কার্যক্রম (গাজীপুর অঞ্চলের রেপ্লিকেশন- কমিটি থেকে কমিটি গঠন) কিভাবে নিজেদের উদ্যোগে অন্য এলাকায় সম্প্রসারণ করা যায় এসব বিষয় নিয়ে তারা বিস্তারিত আলোচনা করেন। এখানেও ৮৫ জন প্রবীণ অংশগ্রহণ করেন।

খ. কমিটি র‍্যাংকিং- প্রবীণ সংগঠন উন্নয়নের কৌশলগত উদ্ভাবন

প্রবীণ কমিটির মনিটরিং টিমের প্রধান লক্ষ্যই ছিল গ্রাম ও ইউনিয়ন কমিটিগুলোকে প্রতি তিন মাস অন্তর র‍্যাংকিং করা। ফলে কমিটিগুলোর সার্বিক অবস্থা তথা কমিটির সবল ও দূর্বল দিক এবং সেই সাথে এর কারণও জানার চেষ্টা করে আসছেন। চিহ্নিত দূর্বল কমিটিগুলোকে সবল ও শক্তিশালী করার জন্য তারা কার্যকরী কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। সকল পর্যায়ের কমিটিগুলো সমানভাবে সক্রিয় হলে প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুযোগ বাড়বে। র‍্যাংকিং মূলত: তিন ভাবে করা হয়েছিল ১. ভালো বা কার্যকর কমিটি ২. মধ্যম বা মোটামুটি কমিটি ৩. অপেক্ষাকৃত কম ভালো কমিটি।

উপরোক্ত কমিটিগুলো স্তর বিন্যাস অনুযায়ী ভালো বা কার্যকর কমিটি বলতে সেই সব কমিটিকে বুঝাবে যে সব কমিটি নিয়মিত মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে

এ সকল মাপকাঠিতে মধ্যম বা মোটামুটি কমিটি এবং অপেক্ষাকৃত কমভালো কমিটি নির্ধারিত হয়। মনিটরিং দলগুলো উপরোক্ত বিষয় থেকে শিখন নিয়ে তারা যেভাবে র‍্যাংকিং কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বিভিন্ন কমিটির র‍্যাংকিং (স্তর বিন্যাস)

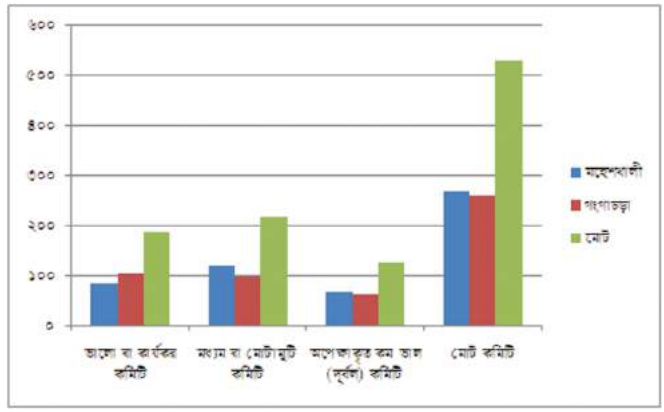

উপাদান ২. প্রশিক্ষণ প্রবীণ সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে

প্রকল্প কর্মকাণ্ডের শুরু থেকেই প্রকল্প এলাকাসমূহে প্রবীণদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ সমূহ হলো: প্রবীণ নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, মনিটরিং প্রশিক্ষণ, রিসোর্স মবিলাইজেশন প্রশিক্ষণ, সেল্ফ কেয়ার প্রশিক্ষণ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, রেপ্লিকেশন মেথডোলজি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূলত: প্রবীণদের নেতৃত্ব, মনিটরিং প্রক্রিয়া, রিসোর্স বা সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ে অভিহিত করা হয়।

ক. প্রশিক্ষণ কোথায় কিভাবে এগিয়ে নিয়েছে

প্রবীণদের সক্ষমতা বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এসব প্রশিক্ষণের ফলে প্রবীণরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায়ে তৎপরতা যেমন বেড়েছে তেমনি সরকারি-বেসরকারী সেবা সমূহে অন্তর্ভূক্তির কৌশল, স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি ও কিভাবে নিজেদের আর্থিক ভাবে নিরাপদ রাখবেন মূলত: এসব বিষয়ে অভিহিত হয়েছেন।

নেতৃত্ব: স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রবীণদের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্থানীয় সরকার ও উপজেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সহায়তা করছে। প্রশিক্ষণের ফলে সরকারী সেবা সমূহ যেমন বয়স্কভাতা সিলেকশন ও বিতরণ সহ সরকারী সহায়তা ও ত্রাণের ক্ষেত্রে তালিকা তৈরি, বিতরণ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগের পূর্বাভাস, দুর্যোগে বেঁচে থাকার কৌশল ও জরুরী প্রচারের ক্ষেত্রে এবং সরকারী পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের রিলিফ বিতরণে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে এসব প্রশিক্ষিত প্রবীণ রিসোর্স পারসন যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন।

অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান: ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট মেরামত কৌশল, সম্পদ রক্ষার কৌশল, বাঁধ রক্ষা কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে ও নিজেদের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের আলোকে এ সমস্ত দক্ষ প্রবীণেরা অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে মেধা, শ্রম দিয়ে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পূনর্বাসন কাজে সহায়তা করে থাকেন।

স্বাস্থ্য সেবায় ভুমিকা: প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে প্রবীণেরা সহায়তা প্রদান করে থাকেন। এলাকায় অনেক প্রবীণ পল্লী চিকিৎসক ও কবিরাজ রয়েছেন যারা নানাভাবে স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা দিয়ে থাকেন।

কৃষি: খরার পূর্বাভাস আগে থেকেই অনুমান করার কারণে তারা কৃষকদের খরা সহনীয় ফসল ফলানোর পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। দুর্যোগে প্রবীণ কৃষকরা ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য পরামর্শ, সহায়তা প্রদান করতে পারেন, যেমন- বন্যায় ফসলের বীজতলা নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে বন্যা পরবর্তী সময়ে দ্রুত বীজতলা তৈরির মাধ্যমে জমিতে ফসল উৎপাদনে যেতে পারেন।

খ. এনজিও প্রশিক্ষণে প্রবীণ সংগঠনের নেতা ও সদস্যদের অন্তর্ভূক্তি

মহেশখালী উপজেলার দুর্যোগে অভিজ্ঞ প্রবীণদের মধ্যে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থেকে ১৫ জন, সিসিডিবি থেকে ৫ জন, রিক-সৌহার্দ্য দুর্যোগ প্রশিক্ষণ প্রকল্পে ১১ জন, আনসার ভিডিপি থেকে ৫ জন, সিপিপিতে ১৮ জন, ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪ জন ও অন্যান্য পর্যায়ে ৪ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। গংগাচড়া উপজেলার দুর্যোগে অভিজ্ঞ প্রবীণদের মধ্যে রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) থেকে ২১ জন, আরডিআরএস থেকে ৬ জন, অন্যান্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে ৩ জন, মানবাধিকার সংস্থায় ১ জন, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ১৯ জন, পপিতে ১ জন, টি.এম.এস.এসতে ২ জন, ব্র্যাকে ১ জন, সরকারী ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস থেকে ২ জন ও অন্যান্য পর্যায়ে নিজ উদ্যোগে ৬১ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই একাধিক সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। প্রকল্প এলাকায় ২৩৮ টি ব্যাচের মাধ্যমে নেতৃত্ব, মনিটরিং, সঞ্চয়, দুর্যোগ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে ৬৪৮৭ (নারী-১৭০৫, পুরুষ-৪৭৮২) জন প্রবীণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

গ. প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর যথাযথ নেতৃত্বে প্রবীণ জনগোষ্ঠী

গংগাচড়া উপজেলার লক্ষীটারী ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য মো: আব্দুল জব্বার (৭৩)। বর্তমানে তিনি ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির প্রচার সম্পাদক ও মহিপুর গ্রাম কমিটির অর্থ সম্পাদক। নেতৃত্ব উন্নয়ন ও মনিটরিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়ে প্রবীণদের পক্ষে কাজ শুরু করেন। ইউনিয়নের অন্তর্গত সকল গ্রাম কমিটির সভায় উপস্থিত থাকেন এবং ইউনিয়নের প্রচার সম্পাদক হিসেবে ইউনিয়ন কমিটির সিদ্ধান্ত সকলকে জানান। আবার বিভিন্ন গ্রামের সমস্যা ইউনিয়ন কমিটিতে তুলে ধরেন। হাসপাতালে অসুস্থ প্রবীণদের নিয়মিত দেখভাল করেন। স্থানীয় সরকার পরিষদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। এছাড়াও হোমকেয়ার কাজের তত্ত্বাবধান করেন।

উপাদান ৩. প্রবীণ কল্যাণে তহবিল গঠন, পণ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার

প্রবীণ কমিটিগুলো কল্যাণকর কাজ পরিচালনা করার জন্য এলাকার সর্বস্তরের দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তহবিল গঠন করছে। মূলত এই তহবিল গঠন করা হয় কোন বিশেষ সহায়তার ইস্যুকে (ধর্মীয় উৎসব, দুর্যোগ কালীন সময়, স্বাস্থ্য সেবার জন্য সহায়তা ও অন্যান্য) সামনে রেখে। সাধারণত স্থানীয় স্বচ্ছল প্রবীণ সদস্য, সমাজসেবক ও সম্পদশালী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের চেয়ারম্যান ও সদস্য, স্থানীয় এমপি, উপজেলা/জেলা প্রশাসন থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রভৃতি উৎস থেকে প্রবীণরা তাদের তহবিল গঠন করে থাকে। শুধু অর্থই নয় বিভিন্ন সময় খাবার সামগ্রী, ব্যবহার্য কাপড়, শীতবস্ত্র, জমি, কমিটির ঘর নির্মানের জন্য গাছ সহ বিভিন্ন উপকরণ প্রভৃতি স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

প্রকল্পের দুটি উপজেলাতেই (মহেশখালী, গংগাচড়া) প্রবীণ নেতৃবৃন্দ তাদের সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে ইউনিয়ন ও এলাকা ভিত্তিক স্থানীয় সম্পদের গুনগত ও পরিমানগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। কমিটিতে যেমনিভাবে স্থানীয় নতুন নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে তেমনি স্থানীয় নেতা, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, অবসর প্রাপ্ত সরকারী বেসরকারী কর্মকতা/কর্মচারী, ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় ডাক্তার সহ বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার লোকজন কমিটিতে সংযুক্ত থেকে তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কমিটিতে শেয়ার করে বিভিন্ন ভাবে অবদান রাখছে ।

ক. কমিটির উদ্যোগে সুদবিহীন ঋণ ও হত দরিদ্র প্রবীণদের আত্মকর্মসংস্থান।

২০১২ সালে বেতগাড়ী ইউনিয়নের সাতানি শেরপুর গ্রাম কমিটি অতিদরিদ্র ও অসহায় প্রবীণদেরকে বিনা সুদে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। তহবিল থেকে ৪ জন দুঃস্থ প্রবীণকে ১০০০ টাকা করে ঋণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গ্রাম কমিটির সিদ্ধান্তনুযায়ী সভায় দারিদ্র ও প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চারজন প্রবীণকে ঋণ হিসেবে ১০০০ টাকা তুলে দেয়া হয় এবং নীতিমালা অনুযায়ী আট সপ্তাহের মধ্যে বিনাসুদে ১২৫ টাকা হারে জমা দেয়ার জন্য বলা হয়। দুই মাস পর আবার মোট টাকার উপর ভিত্তি করে ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন করে ঋণ প্রদান করা হবে।

চার জনই প্রাপ্ত টাকা আয়বর্ধক কাজে খাটাচ্ছেন। যেমন বনমালী দাশ ১০০০ টাকা নিয়ে সাতানি শেরপুর মোড়ে (গফুরের স্টান্ড) তার মুদি দোকানের পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। চিত্ত রঞ্জন দাশ বেকারীর মাল সাপ্লাইয়ের ব্যাবসায় লাগিয়েছেন এবং বাকি দুজন মাছের ব্যবসা ও কৃষি কাজে এই টাকা খাটাচ্ছেন। ঋণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে জানা যায়, অল্প পরিসরে হলেও এই টাকা তাদের মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তারা প্রতি সপ্তাহে তাদের নির্ধারিত সঞ্চয় দেয়ার পাশাপাশি কিস্তির টাকা পরিশোধ করছেন। এ ধরনের বিনা সুদে ঋণ বিতরণের ঘটনা সাতানি শেরপুর গ্রামের প্রবীণদের মাঝে সাড়া জাগিয়েছে। প্রবীণ কমিটির সফল উদ্যোগ দেখে পার্শ্ববর্তী চাঁন্দামারী গ্রাম কমিটি ও চারআনি শেরপুর গ্রাম কমিটিতেও অনুরূপ কার্যক্রম চালু করেছে। কমিটিগুলোর এ উদ্যোগের ফলে এলাকার অতিদরিদ্র প্রবীণরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন এবং আয়মূলক কাজে তাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে।

খ. প্রবীণদের সঞ্চয় সুরক্ষিত করতে কমিটির উদ্যোগে সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা

কমিটিগুলোকে টেকসই করার জন্য প্রবীণরা নিজেদের সঞ্চয় ও কল্যাণ তহবিল করেছে। সঞ্চয় প্রবীণদের ভবিষ্যতের একটি নিজস্ব সম্পদ হিসেবে কাজ করবে। যেসব কমিটি সঞ্চয় তহবিল গঠন করেছে সেখানে একটি ব্যবস্থাপনা তৈরি হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনাকে গ্রাম পর্যায়ে যথাযথ পরিচালনা করার জন্য ইউনিয়ন কমিটি গ্রাম কমিটিগুলোকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। সেই সাথে কমিটি গুলো তাদের নিজেদের সঞ্চয় থেকে প্রবীণদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে জীবনধারণে সহায়তা করে থাকে। প্রকল্প এলাকাসমূহের মধ্যে রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার ২৫ টি প্রবীণ কমিটির ৪২৩ জন প্রবীণ ১,০৭,২৮০ টাকা সঞ্চয় করেছে। আবার অন্যদিকে মহেশখালী উপজেলার ১ টি পৌরসভা ও ৮ টি ইউনিয়নে আঞ্চলিক প্রবীণ কমিটি, ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি ও গ্রাম কমিটির ১৮৮৯ জন প্রবীণ এ পর্যন্ত মোট ৫,০০,১৭৮ টাকা জমা করেছে। এছাড়া গাজীপুরের ৫২৫ জন প্রবীণ ১,৩০,০৯৫ টাকা সঞ্চয় জমা করেছেন।

গ. সঞ্চয় তহবিল থেকে ঋণ সহায়তা নিয়ে নাগরী ইউনিয়নের প্রবীণ নারীর স্বাবলম্বীতা অর্জন

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের বির্তুল গ্রামের ষাটোর্ধ্ব জয়নব বানুর স্বামী ২ বছর পূর্বে মারা গেছেন। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেরা দিন মজুর। জয়নব বানু প্রথম থেকেই প্রবীণ কমিটির সাথে জড়িত আছেন। নিয়মিত মিটিং এ উপস্থিত থাকেন ও সঞ্চয় করেন। তার পরিবারের অভাব দেখে প্রবীণ কমিটি তাকে প্রথম ৩০০০ টাকা সঞ্চয় থেকে ঋণ দেন। এটা দিয়ে তিনি বসত বাড়ীতে সব্জী বাগান করেন এবং এক বছরের মধ্যে লাভসহ কিস্তি পরিশোধ করেন। দ্বিতীয়বার তিনি আবারও ৫০০০ টাকা ঋণ নেন ও তা দিয়ে ছেলের জন্য পুরাতন রিক্সা ক্রয় করেন। যা আয় হয় তা দিয়ে সংসার চালান এবং ঋনের কিস্তি পরিশোধ করেন। তৃতীয়বার তিনি ৮০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটা নতুন রিক্সা ক্রয় করেন। বর্তমানে যা আয় হয় তা দিয়ে সংসার চালান ও নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করছেন । জয়নব বানু জানান যে, এ ঋণ পরিশোধ করে আবারও ঋণ গ্রহণ করে ছেলেকে টমটম ক্রয় করে দিতে চান।

উপাদান ৪. স্বনির্ভর দল

প্রকল্প এলাকার প্রবীণ কমিটিগুলো তাদের নিজেদের মধ্যেই একটি নিরপত্তা কাঠামো গড়ে তুলেছেন। যার আওতায় প্রবীণরা সরকারী সাহায্য ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে নিজেরাই নিজেদের পাশে দাড়াচ্ছে। সঞ্চয়, কল্যাণ তহবিল এবং নিজেদের মধ্যে যারা স্বচ্ছল প্রবীণ তাদেরও সহায়তা করার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। সামাজিক ভাবে প্রবীণরা নিজেরাই একতাবদ্ধ হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে, সামাজিক ভাবে বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণে প্রবীণরা নিজেরাই পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রবীণ কমিটির সদস্যগণ ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে নিজেরাই সামর্থ্য অনুসারে অর্থ জমা রাখে- সেই তহবিল থেকেই মূলত চিকিৎসা বঞ্চিত প্রবীণদের জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্রবীণদের মৃত্যু পরবর্তী অনুষ্ঠান গুলোতে অংশগ্রহণের মত কার্যক্রম গুলো বেশি সম্পন্ন হয়েছে।

ক. ঠাকুরতলা গ্রামে স্বনির্ভর প্রবীণ সমিতি

মহেশখালীর ঠাকুরতলা প্রবীণ কল্যাণ সংগঠন ২০০১ সাল থেকে প্রবীণদের কল্যাণে রিক এর সহযোগিতায় সেলফ হেলপ গ্রুপ সৃষ্টি করে প্রতি মাসে সকল সদস্য দুই মুষ্টি চাল জমা রাখার মধ্যে দিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, চাল বিক্রয় এর টাকা কমিটির অর্থ সম্পাদকের কাছে জমা থাকবে, এই ভাবে দীর্ঘ এক বছর তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায়, ২০০২ সালে এসে প্রবীণরা তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে দুই টাকা করে সাপ্তাহিক সঞ্চয় শুরু করে এবং সেই সঞ্চয় থেকে তারা সদস্যদের মধ্যে ঋণ হিসেবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে রিক এর আরআরওপি প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর তারা তাদের সাপ্তাহিক সঞ্চয় ১০ টাকা ধার্য করে এবং সেই সাথে তারা সদস্যদের ব্যবসা করার জন্য ৩০০০ টাকা হইতে ১৫০০০ টাকা ঋণ দেওয়ার জন্য সর্বসম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়। যে সদস্য টাকা নেবে তাকে সাপ্তাহিক ১৫% করে দিতে হবে। প্রকল্পের শুরু থেকে তারা ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রবীণদের বিভিন্ন সমস্যায় আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য কমিটির সদ্যসরা সিদ্ধান্ত নেয়।

- অসুস্থ প্রবীণদের সঞ্চয় এর টাকা থেকে চিকিৎসা করানো
- মৃত প্রবীণদের সৎকারে সাহায্য করা
- অতি দরিদ্র প্রবীণদের আর্থিক সহায়তা করা

পিওপিপি প্রকল্পের গ্রাম কমিটিতে যুক্ত হওয়ার পরও তারা আলাদা ভাবে তাদের এই সঞ্চয় কার্যক্রমটি চালিয়ে যাচ্ছে।

খ. সংগঠনের নামে ব্যাংকের যৌথ সঞ্চয়ী হিসেব তহবিল ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ

মহেশখালী উপজেলা আঞ্চলিক প্রবীণ সংগঠনের মাসিক মিটিং এ সংগঠনের নামে কৃষি ব্যাংক মহেশখালী শাখায় একটি যৌথ সঞ্চয়ী হিসেব খোলা এবং ব্যাংক হতে প্রয়োজনে টাকা উত্তোলনের জন্য রেজুলেশন পাশের মাধ্যমে সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, ও অর্থ সম্পাদককে সিগনেটরী মনোনীত করে ব্যাংকে হিসেব খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রবীণ কল্যাণ তহবিলের অর্থ প্রবীণদের নানাবিধ কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

- দুই হাজার টাকা পর্যন্ত বিনা রেজুলেশনে এবং সভাপতির স্বাক্ষর অবশ্যই ও অন্য দুজন সিগনেটরীর মধ্যে যে কোন একজনের স্বাক্ষর সম্বলিত চেক দিয়ে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

- দুই হাজারের অধিক টাকা ব্যাংক হতে উত্তোলন করতে গেলে সে ক্ষেত্রে সংগঠনের প্রকল্পের নাম উল্লেখ পূর্বক দুই- তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত রেজুলেশন সহ সভাপতির সই অবশ্যই এবং অন্য দু'জন চেক স্বাক্ষরকারীর যে কোন একজনের স্বাক্ষরিত চেক ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ টাকা প্রদান করবেন।

উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী মাসিক সভার রেজুলেশন গত ২৩/১০/১১ ইং তারিখে কৃষি ব্যাংক মহেশখালী শাখায় জমা দিয়ে উপজেলা প্রবীণ কল্যাণ সংগঠনের নামে আঞ্চলিক কমিটি একটি যৌথ সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হয় যার নম্বর হলো- ৭৮৯১। এখানে উল্লেখ্য যে, আঞ্চলিক কমিটির নিজস্ব অনুদান এর ২০,১৫০ টাকা বর্তমানে তাদের সঞ্চয়ী হিসেবে জমা আছে। এছাড়া ০৭-০৮-১১ ইং তারিখে আঞ্চলিক কমিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক (টিআর) ১ মেট্রিক টন চাল পান এবং উক্ত চাল ১৭,০০০ টাকায় বিক্রি করে আঞ্চলিক প্রবীণ কমিটির নিজস্ব অফিসের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ব্যয় করেন।

উপাদান ৫. সংগঠনের সামাজিক নেটওয়ার্ক ও সামাজিক পুঁজি বৃদ্ধি

নিজেদের সক্ষমতা বাড়ায় ও ভিত্তি তৈরি হওয়ায় কমিটি গুলোতে প্রবীণদের নিজেদের মধ্যেই নেতৃত্ব এবং একনিষ্ঠ কর্মী তৈরি হয়েছে যারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, সেই সাথে প্রবীণরা বিভিন্ন গ্রাম কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে নিজেদের কার্যক্রমের বিস্তার করার মাধ্যমে ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছেন। সামাজিক অনুমোদন/স্বীকৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে/সামাজিক কার্যক্রমে, যেমন- সালিশ, বিয়েতে সহায়তা, সাংসদ ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার মত সক্ষমতা অর্জন করেছে। আস্থার কারণে মানুষ সালিশের জন্য সরাসরি কমিটির কাছে আবেদন করে। এলাকার স্বচ্ছল ব্যক্তি, সমাজ সেবক সহ সকলের নিকট প্রবীণ কমিটির গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। নিজেরা সভা পরিচালনা, রেজুলেশন এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা, নিজেরা তহবিল গঠন করেছেন যেমন ১. কল্যাণ তহবিল (অসহায়, ও দুঃস্থ প্রবীণদের সহায়তা) ২. সঞ্চয় (নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক নিজেরাই)। প্রত্যেক প্রবীণ তাদের প্রতিবেশী প্রবীণদের তথ্য জানিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। মিটিং এর বিষয় গুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে থাকেন।

ক. বড় মহেশখালীতে প্রবীণ সংগঠনে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে উপদেষ্টা কমিটি

দরিদ্র প্রবীণদের সহায়তা ও কল্যাণ তহবিলের সক্ষমতা বাড়াতে বড়মহেশখালী ইউনিয়ন প্রবীণ কল্যাণ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ইউনিয়নের নীতি নির্ধারক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে সংগঠনের উপদেষ্টা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করেন। নেতৃবৃন্দ উপদেষ্টা কমিটিকে একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে প্রবীণ সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

উপদেষ্টা কমিটি অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে রিক- পিওপিপি প্রকল্প সম্পর্কে প্রবীণদের আর্থ-সামাজিক তথ্য জেনেছেন। সাংগঠনিক ভাবে প্রবীণদের কাজের অগ্রগতি ও অন্তরায় সম্পর্কে জেনেছেন। এ অন্তরায়গুলো কিভাবে দুর করা যায় এ বিষয়ে তারা মতামত ও সহায়তার আশ্বাস দেন। প্রবীণদের এ ধরনের কার্যক্রমে রিক, হেল্পএইজ ও ইউরোপীয়ান কমিশনকে ধন্যবাদ জানান। তারা বলেন, "এ ধরনের সংগঠনকে কোন ভাবেই নষ্ট করা যাবে না, আমরা আমাদের সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে এ সংগঠনের উন্নয়ন ও টেকসই করবো"।

প্রবীণ সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কয়েকটি সুপারিশ করেন। যেমন সংগঠন পরিচালনার জন্য নিজস্ব অফিস রুমের ব্যবস্থা করা, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তি বাড়ানো, প্রবীণদের অগ্রাধিকার প্রদানে প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তহবিল সংগ্রহের সুপারিশ করেন। এছাড়াও স্বাস্থ্যসেবায় প্রবীণদের বিশেষ সুবিধা পাবার জন্য সংশ্লিষ্ট সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগর সুপারিশ করেন। জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রবীণ বিষয়ে প্রচারণা চালানোর কথাও বলেন।

উপাদান ৬. স্থানীয় পর্যায়ে (সরকারী-বেসরকারী) প্রবীণ সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি

প্রবীণ সংগঠনের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সেই সাথে ধীরে ধীরে অধিকার ও স্বীকৃতি বেড়েছে। স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রবীণদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে। অতীতে স্বীকৃতির অভাবে প্রবীণরা সেবা গ্রহণে নানারকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতেন। সেবা প্রদানকারীরা আগের তুলনায় প্রবীণদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন।

ক. এনজিও নেটওয়ার্কের কাছ থেকে ৫ ব্যাণ্ডের রেডিও পেল বিভিন্ন প্রবীণ কমিটি

গংগাচড়ার অন্যান্য কমিটির মত বালাটারী গ্রামের প্রবীণ কমিটির সদস্যগণ ইসলামিক রিলিফ এর ফাণ্ডে পরিচালিত টিএমএসএস এর কো-অর্ডিনেটরের সাথে যোগাযোগ করে একটি ৫ ব্যাণ্ডের রেডিও পান। যার ফলে প্রবীণ কমিটি সহ সাধারণ প্রবীণরা বিনোদনের পাশাপাশি দেশ বিদেশের খবর এবং দুর্যোগের খবর সহ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারছেন। এরই ধারাবাহিকতায় অন্যান্য ইউনিয়নের প্রবীণরা বিভিন্ন এনজিও'র সাথে যোগাযোগ করে এ ধরনের সহায়তা নিচ্ছেন।

খ. জেলা প্রশাসক অফিসে প্রবীণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি

গাজীপুর অঞ্চলের প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময় জেলা প্রশাসকের কাছে বিভিন্ন সহায়তার জন্য, আবার কখনও সৌজন্য সাক্ষাৎও করেছেন। প্রবীণ কমিটির কার্যক্রমের উপর তিনি বেশ সহানুভুতিশীল। গাজীপুর জেলা পর্যায়ের প্রকল্প অগ্রগতি শীর্ষক আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক প্রবীণদের যে কোন বিষয়ে সহায়তার কথা বলেন- সেই সাথে প্রবীণদের জন্য জেলা প্রশাসনের সকল কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেন। আলোচনা অনুষ্ঠানের পর দিন ডিসি তার রুমের সামনে একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেন, যেখানে লাল কালিতে লেখা "প্রবীণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকর অগ্রাধিকার" পূবাইল ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি সাহাবুদ্দীন সরদার বলেন- "জেলা প্রশাসকের অফিসে গিয়ে সাইন বোর্ড দেখে ভাল লাগল, এত বড় সন্মান কি ভোলা যায়"।

উপাদান ৭. নেটওয়ার্কের উদাহরণ

প্রকল্পে প্রবীণদের নিজেদের মধ্যে একটি বড় আন্তঃ যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। নিজেদের গ্রামের মধ্যে যেমন প্রবীণদের পরস্পরের সাথে একটি ভাল নেটওয়ার্ক বা আন্তঃযোগাযোগ তৈরি হয়েছে তেমনি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে- এমনি করে পুরো ইউনিয়নের, আবার কিছু ইউনিয়ন মিলে অঞ্চল ভিত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। গ্রাম পর্যায়ের প্রবীণদের মধ্যে সভা চলার সময় এবং মিটিং এর বাইরেও একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এক প্রবীণ অন্য প্রবীণের খোঁজ খবর রাখছে; একজন অন্যজনের পাশে থেকে মতবিনিময় করছে।

ক. প্রবীণরা মহেশখালীর সমাজসেবা দপ্তরের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হলো

মহেশখালী উপজেলায় সমাজসেবা অফিসারের সাথে প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ ভাতা বিষয়ে যোগাযোগ করার ফলশ্রুতিতে সমাজসেবা অফিসার প্রবীণ কমিটির বিভিন্ন মিটিং এ যোগদেন এবং প্রবীণদের কার্যক্রম- (এক প্রবীণ অন্য প্রবীণকে বিপদে আপদে সহায়তা করা, নেটওয়ার্ক ও মনিটরিং এর মাধ্যমে সঠিক ভাবে ভাতাসহ অন্যান্য সহায়তা পাবার যোগ্যদের যথার্থ তালিকা করা) দেখে বেশ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। যে কোন ভাতা এবং ভিজিএফ কিংবা অন্যান্য সহায়তা আসলে প্রথমেই তিনি প্রবীণ কমিটিকে অভিহিত করেন এবং তাদের নিকট থেকে তালিকা সংগ্রহ করেন এবং সেই তালিকার সাথে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রদেয় তালিকাকে তুলনা করে বিভিন্ন ভাতা মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। এভাবে সমাজসেবা অফিসাররা সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের অধিকাংশ সিদ্ধান্তে প্রবীণ কমিটিকে গুরুত্ব এবং প্রবীণদের মতামতকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন।

খ. গংগাচড়ার ১০ টি ইউনিয়নের সকল প্রবীণ কমিটির মধ্যে সহযোগিতার যৌথায়ন

গংগাচড়া উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন নিজ এলাকার কার্যক্রমের বাইরেও পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন সমূহে নিয়মিত যাতায়াতের মাধ্যমে একদিকে যেমন আন্তরিকতা তৈরি হয়েছে অন্যদিকে নিয়মিত যোগাযোগের ফলে সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন কার্যক্রমে দলবদ্ধভাবে কাজ করছে। গংগাচড়া উপজেলার আলমবিদিতর ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতির কিছু সিদ্ধান্তের কারণে গ্রাম কমিটিতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলে আঞ্চলিক কমিটি তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে উক্ত ইউনিয়নে মিটিং এর আহবান করেন। আঞ্চলিক কমিটির আহ্বানে পার্শ্ববর্তী নোহালী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি এনামুল হক, বেতগাড়ী ইউনিয়নের সভাপতি তৈয়ব উদ্দিন সরকার ও খলেয়া ইউনিয়নের সভাপতি নরেশ চন্দ্র সরকার উপস্থিত হয়ে আলমবিদিতর ইউনিয়নের সকল গ্রাম কমিটির সভাপতি/সম্পাদক ও সকল মনিটরিং টিমের আহবায়কদের নিয়ে মিটিং করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এখন থেকে ইউনিয়ন সভাপতি সকল কমিটির সভাপতি/সম্পাদক ও সকল মনিটরিং টিমের আহবায়কদের সাথে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করবেন, অন্যথায় ইউনিয়ন কমিটি পুনর্গঠনের মাধ্যমে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রায় দুই বছর যাবত আলমবিদিতর ইউনিয়নের কার্যক্রম সঠিক ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। আর এর মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রবীণদের নিজেদের মধ্যেই ভাল সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি, সম্পর্ক গড়ে উঠেছে প্রবীণ কমিটির সাথে প্রবীণ কমিটির এবং প্রবীণ কমিটির সাথে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোর। আর এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রবীণ কমিটি গুলো বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

প্রবীনদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন

উপাদান ১. নিজেদের সচেতনতা বৃদ্ধি

প্রকল্প এলাকার প্রবীণ কমিটি এবং সাধারণ প্রবীণদের মধ্যে একটি দলবদ্ধ চেতনা তৈরি হয়েছে। নিজেদের পাওয়ার জায়গাগুলো চিহ্নিত হয়েছে। কমিটিগুলো সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে। প্রবীণদের সেবা পাবার স্থানগুলো প্রবীণরা চিহ্নিত করে যথার্থ সেবা পাওয়ার চেষ্টা করছে। নিজেদের জন্য সঞ্চয় এবং সেখান থেকে ঋণের ব্যবস্থাও করছে। বয়স্কভাতার অনিয়ম, ভাতা সংক্রান্ত তথ্য, ও যোগাযোগের মাধ্যমগুলো চিহ্নিত করার মত সচেতনতা তৈরি হয়েছে। সমাজের অবক্ষয় প্রতিরোধে এগিয়ে আসার ফলে অধিকাংশ ইউনিয়নে প্রবীণদের মধ্যে পূর্বের চেয়ে অধিক হারে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা সেবা নেয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। নিজেদের মধ্যেও স্বাস্থ্য বিষয়ে যত্নবান হওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। প্রবীণদের স্বাস্থ্য সচেতনতায় পরিবর্তন হয়েছে।

এক. প্রবীণ কমিটির মাদক বন্ধের সামাজিক উদ্যোগ

মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী ইউনিয়নের হিন্দুপাড়া গ্রামের সোনারাম দাসের ছেলে- দুলাল দাস ও কালুরাম দাস প্রকাশ্যে মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। বংশানুক্রমিক মাদক ব্যবসার ফলে এলাকার কিশোর, যুবক সহ বিভিন্ন বয়সের লোকজন নেশাগ্রস্থ হয়ে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হওয়ায় প্রতিনিয়ত অপরাধ সংগঠিত হতো। সন্ধ্যা হলে হিন্দুপাড়ার মন্দির সংলগ্ন এলাকায় মহিলারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে ভয় পেত এবং মন্দিরে ধর্মীয় কাজে ব্যঘাত সৃষ্টি হত। অনেকবার স্থানীয় ভাবে মাদক ব্যবসা বন্ধের উদ্যোগ নিলেও মাদক ব্যসায়ীদের সাথে পুলিশ ক্যাম্পের হৃদ্যতা থাকায় কোন লাভ হয়নি।

প্রবীণ কমিটি মাদক ব্যবসা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি সভা ডাকে। সভায় মাদক ব্যবসায়ীদেরকেও ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তারা প্রবীণদের কথা আমলে নেয়নি। পরবর্তীতে প্রবীণ কমিটির আহবানে এলাকার সকল প্রবীণ, সুশীল সমাজ এবং শিক্ষিত যুবকের সমন্বয়ে পুনরায় মিটিং করে মাদক ব্যবসা বন্ধের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সকল প্রজন্মেও মানুষ একতাবদ্ধভাবে স্থানীয় মেম্বারকে নিয়ে পুলিশ ক্যাম্পে যোগাযোগ করে প্রবীণরা অভিযোগ দায়ের করেন। প্রবীণরা বলেন, মাদক ব্যবসা ও মাদক সেবন রুখতে পুলিশ সদস্যরা অসহযোগিতা করলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে এর বিহিত করবেন। প্রবীণদের শক্ত অবস্থান দেখে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মাদক ব্যবসা বন্ধ করতে প্রবীণ সংগঠনকে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এরপর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, মহেশখালী থানার ওসি, মাতারবাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের এস আই ও স্থানীয় সুশীল সমাজকে নিয়ে প্রবীণ কমিটি মাদক ব্যবসা বন্ধের লক্ষ্যে পুনরায় মিটিং আহবান করেন। মিটিংয়ে মাদক ব্যবসায়ী দুই ভাইকে উপস্থিত করা হয়। প্রবীণ কমিটির সভাপতি এই ব্যবসা বন্ধ করতে পুণরায় আহবান করলে তারা বলে; ব্যবসা বন্ধ করলে আমরা কিভাবে সংসার চালাব।

মিটিংয়ে প্রবীণ কমিটির সভাপতি বলেন; তোমরা ব্যবসা করবে, আমরা সকলে মিলে তোমাদেরকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকার পুঁজির ব্যবস্থা করে দিব। মাদক ব্যবসায়ীরা প্রতিশ্রুতি দিলেন তারা আর মাদক ব্যবসা করবে না। এরপর উপস্থিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, পুলিশ কর্মকর্তাগণ ও প্রবীণ সংগঠনের সদস্যদেরকে সামাজিক অপকর্ম রোধে কাজ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও ভবিষ্যতে মাদক ব্যবসায়ীদের এই কাজে লিপ্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ওয়াদাবদ্ধ হন। এরপর হিন্দুপাড়া প্রবীণ কমিটি এক মাসের মধ্যে টাকা সংগ্রহ করে মন্দিরে হিন্দুপাড়ার সমস্ত লোকের সামনে কাঁকড়া ব্যবসার জন্য বিশ হাজার টাকা তুলে দেন। বর্তমানে মাদক ব্যবসায়ী দুই ভাই মাদক ব্যবসা বন্ধ করে যৌথ উদ্যোগে কাঁকড়ার ব্যবসা করছে। আর এভাবেই প্রবীণ সংগঠনের উদ্যোগে হিন্দুপাড়া গ্রামের দীর্ঘ দিনের বংশানুক্রমিক মাদক ব্যবসা বন্ধ হল।

উপাদান ২. আন্তঃপ্রজন্ম সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রভাব

প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন বয়সের শিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিত নারী-পুরুষ এবং নবীনরা প্রবীণ কমিটির সাথে নিজেদের যুক্ত করেছে। নবীন ও যুবকদের অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রবীণ কমিটির সভায় তাদের আমন্ত্রণ করে প্রবীণদের কাজে সহযোগিতা চাইলে তারাও স্বতস্ফুর্তভাবে সহযোগিতা করছে। ফলশ্রুতিতে নবীনরা সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা, অসুস্থ প্রবীণদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া, ইউনিয়ন পরিষদে যোগাযোগ, আর্থিক সহায়তা, অসুস্থ বয়স্কভাতা ভোগী প্রবীণদের ভাতার টাকা তুলে দেয়া সহ বিভিন্ন তথ্য দিয়ে প্রবীণ কমিটিকে সহায়তা করার ফলে আন্তঃপ্রজন্ম সম্পর্কের এক সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে।

এক. নবীনরা হাত বাড়ালো প্রবীণের দিকে

মহেশখালী উপজেলার হোয়ানক ইউনিয়নের কালাগাজীর পাড়া গ্রামের প্রবীণ কমিটি এলাকার অতিদরিদ্র প্রবীণদের কাজের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এলাকার ধনী ও স্বচ্ছল পরিবার এবং যুবক উদ্যোক্তাদের কাছে আহবান জানালে সবার আগে এগিয়ে আসে এলাকার উদ্যমী যুবকদের ক্লাব "মায়ের দোয়া" যাদের মূল লক্ষ্যই হলো নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। ক্লাবের যুবকরা ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে একটি সভায় এলাকার দরিদ্র প্রবীণদের পানের বরজে কাজ করার প্রস্তাব দেন। প্রবীণ কমিটি তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে হালকা কাজ করার উপযোগী দরিদ্র প্রবীণদের তালিকা তৈরি করেন। বর্তমানে এলাকার ১২ জন দরিদ্র প্রবীণ পান বরজে দৈনিক ও লাভের অংশের ভিত্তিতে হালকা কাজ করছেন যেমন- পাতা বাছাই, প্যাকেট করা ও হাটে বিক্রি করা। এসব কাজে যুব সম্প্রদায়ও প্রবীণদের সাথে একত্রে কাজ করছেন।

উপাদান ৩. সালিশের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতা বৃদ্ধি

সামাজিক এবং পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকেই এখন প্রবীণ কমিটির কাছে সালিশির জন্য আসে। প্রবীণ কমিটি সমাজে গুরুত্ব পাওয়ার ফলে সাধারণ অসহায় প্রবীণরা তাদের পারিবারিক সমস্যা, জমি সংক্রান্ত বিরোধ, অন্যায় বা অত্যাচার ও প্রতারণামূলক সালিশির জন্য প্রবীণ কমিটির নিকট মিমাংসার জন্য আসে। প্রবীণ কমিটি উদ্যোগ নিয়ে নিজেরাই সমস্যাকে চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ অন্যান্য সালিশদারদের সাথে নিয়েও বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে থাকে আবার কখনও প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে অন্যান্য সালিশদাররাও অধিক গুরুত্ব দিয়ে সালিশে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রবীণদের সালিশ সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। কমিটির মাসিক মিটিং এর জন্য অনেকেই অপেক্ষা করে প্রবীণ কমিটিতে সালিশী করার জন্য, আবার কখনও জরুরী ভিত্তিতেও মিটিং ডাকা হয়। সালিশ কর্মকাণ্ডের কারণে প্রবীণ কমিটিসমূহ সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে পারছে ও প্রবীণদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবীণ কমিটি সামাজিকভাবে সবার কাছে আস্থার জায়গা করে নিয়েছে এবং ক্রমাগত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিরাও এর উপর নির্ভরশীল হচ্ছেন।

এক. সালিশ প্রবীণদের সুরক্ষায় কাজ করছে

ক. জুয়া খেলা বন্ধের শপথঃ মাতারবাড়ী হিন্দুপাড়া গ্রামের কালা বুড়ি স্বামী: বুবা দাস, স্বামী যা আয় করতো তা জুয়া খেলেই শেষ করতো, আর প্রতি রাতে বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে মারধর করতো। উক্ত গ্রাম কমিটির সভাপতি একদিন রাত্রে কালা বুড়ির কান্নার শব্দ শুনে তাদের বাড়ীতে গিয়ে স্বামী স্ত্রীর কথা শুনেন এবং উভয়কে শান্ত থেকে পরদিন সকাল ১০ টায় হরিমন্দিরে থাকার জন্য বলেন। সভাপতির কথামত স্বামী স্ত্রী দুইজনেই মন্দিরে উপস্থিত হলে প্রবীণ কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সহ তাদের দুজনের কথা শুনার পর উভয়কে সংযত হয়ে চলার পরামর্শ দেন এবং বুবা দাসকে মন্দিরে বসিয়ে প্রতিশ্রুতি করান যে, আর কোন দিন জুয়া খেলবে না, সংসার সুন্দর করে চালাবে। সকলের সামনে বুবা দাস লজ্জিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। বর্তমানে তারা এক সন্তানকে লেখাপড়া করার মধ্য দিয়ে তাদের সংসার সুন্দরভাবে চলছে।

খ. প্রবীণ পিতার প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিকার করে লক্ষীটারী ইউনিয়নের এক প্রবীণ কমিটিঃ গংগাচড়া উপজেলার লক্ষীটারী চর ইশরকুল গ্রামের সহায় সম্বলহীন এক প্রবীণ ছকর আলী (৭৫)। বেশী বয়স ও অসুস্থ হওয়ার কারণে কোন কাজ করতে না পারায় ছেলেরা তার ভরণপোষণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং সে বয়স্কভাতার যে টাকা পায় তাও ছেলেরা নিয়ে নেয় ও তার খাওয়ার দায়িত্ব নেয় না। নিরুপায় ছকর আলী বিষয়টি প্রবীণ কমিটিকে অবহিত করলে প্রবীণ কমিটি তার বাড়ীতে গিয়ে বিষয়টি সমাধান করে দেন কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ছেলেরা আবারো তার সাথে খারাপ ব্যবহার শুরু করে। পুনরায় সে বিষয়টি কমিটির কাছে জানালে গ্রাম কমিটি ইউনিয়ন কমিটিকে অবহিত করলে ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সদস্যরা ছকর আলীর বাড়ি গিয়ে তার ছেলেদের সাথে আলোচনা করে বিষয়টি মীমাংসা করেন এবং বলেন যদি অন্যথা কিছু হয় তাহলে পরিণাম ভাল হবেনা। এরপর থেকে ছকর আলীকে তার ছেলেরা খাওয়ায় ও তার সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং নিজে স্বাধীন ভাবে বয়স্কভাতার টাকা খরচ করেন।

গংগাচড়া উপজেলার লক্ষীটারী ইউনিয়নের খুকি মাই (৭০)। দিনমজুর ছেলেদের আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তাদের মা'র ভরণ পোষণ করতে পারেনা এবং তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে ও তার উপর অত্যাচার করে। এ বিষয়টি মহিপুর গ্রাম কমিটির নজরে পড়ে এবং তারা ইউপি সদস্যকে বিষয়টি অবহিত করে। মহিপুর প্রবীণ গ্রাম কমিটির উদ্যোগে এবং ইউপি সদস্যের সহায়তায় খুকি মাই এর পারিবারিক কলহ মীমাংসা হয়। ছোট ছেলে যাতে খুকি মাইকে দেখে এই প্রতিশ্রুতিতে ইউপি সদস্য ছোট ছেলেকে ৪০ দিনের কর্মসূচিতে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন।

গ. গফুর মিয়া বাড়ী ফিরে পেলেনঃ আব্দুল গফুর, রংপুর জেলার গংগাচাড়া উপজেলার গজঘন্টা ইউনিয়নের ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ। তার ৫ ছেলে, ৪ মেয়ে। সে একজন দিন মজুর ছিলেন। তার ২৫ শতক ভূ-সম্পত্তি ছিল। ছেলেমেয়েদেরকে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেদের চাপে পড়ে তাদেরকে অনেক ভূ-সম্পত্তি দান করে দেন। কিছুদিন ভালই কাটছিল, অসুস্থতার কারনে শারীরিক ভাবে দূর্বল হয়ে পড়েন ও আয়ও কমে যায়। চিকিৎসার ব্যয় মেটানোর জন্য কিছু জমি বিক্রয় করেন। তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ছেলেরা তার সাথে দুর্ব্যবহার করে। বিষয়টি ইউনিয়ন মনিটরিং টিমের নজরে আসে। গ্রাম কমিটি ও ইউনিয়ন মনিটরিং টিমের যৌথ উদ্যোগে এলাকার প্রভাবশালী প্রবীণদের নিয়ে সামাজিক বিচারের আয়োজন করেন। উক্ত বিচারের রায় অনুযায়ী ছেলেরা কিছু জমি ফেরৎ ও জরিমানা দিতে বাধ্য হয়। আব্দুল গফুরের ভাষ্য মতে: "প্রবীণ কমিটির নেতাদের কারণে তিনি তার অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পেয়েছেন।"

ঘ. ছেলেদের দুর্ব্যবহারের বিচারঃ রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার সরকার পাড়া প্রবীণ কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক মুন্সী, তিনি গ্রাম আদালতেরও সদস্য। পার্শ্ববর্তী কাজী পাড়ার সলেমান এবং তার ছেলে মনিয়ারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব ছিল। বাবা ছেলে কেউ কারো সাথে কথা বলে না, কেউ কারো খোঁজ খবর রাখেন না। ছেলে চায় তার বাবা তার নামে জমি লিখে দিক। বাবা এখনই জমি লিখে দিতে চায়না। সলেমান, শামসুল মুন্সীর নিকট তার সমস্যার কথা বলেন। তিনি উদ্যোগ নেন পিতা পুত্রের সমস্যা সমাধানের। গ্রামের আরো কয়েকজন মুরুব্বীকে সাথে নিয়ে তিনি সেই ছেলের সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন জমি বড় না তোমার বাবা বড়, তুমি জমি চাওনা বাবা চাও। এক সময় ছেলেকে বুঝাতে সক্ষম হন, বাবা ছেলের মধ্যে মিল করিয়ে দেন। বাবা ছেলের দীর্ঘ দিনের দ্বন্দ্ব নিরসন হওয়াতে সকলেই সন্তুষ্ট।

ঙ. প্রবীণ কমিটির নেতার মাধ্যমে বাপ-ছেলের দ্বন্ধ নিরসনঃ মকবুল হোসেন তার ছেলের সংসারে থাকতেন কিন্তু হঠাৎ করে ছেলের সাথে তার ভূল বোঝাবুঝির কারনে তার ছেলে বৃদ্ধ মকবুল হোসেনকে নির্যাতন করত, গালিগালাজ করত এবং বেশ কিছুদিন বৃদ্ধ বাবার ভরণ পোষণ নিতনা । তিনি দক্ষিণ মৌভাষা গ্রাম কমিটির কাছে নালিশ করেন। গ্রাম কমিটির সদস্যরা মেম্বারের সাথে মকবুল হোসেন ও তার ছেলেকে ডেকে সালিশ করেন। সালিশে উভয়ের কথা শোনার পর, বৃদ্ধ বাবার উপর নির্যাতন না করা, গালিগালাজ বন্ধ করা ও ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিতে সকলেই তাকে বুঝালে তার ছেলে উপস্থিত সকলের সিদ্ধান্ত মেনে নেয় এবং মকবুল হোসেনের সমস্যার সমাধান হয়।

বয়স্কদের মধ্যে জেন্ডার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন

প্রবীণ কমিটির অভ্যন্তরে এবং কমিটির বাইরে উভয় ক্ষেত্রে প্রবীণ নারীর বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রকল্প এলাকার অধিকাংশ কমিটিতে প্রবীণ নারীদের উপস্থিতি বেশি। এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে- প্রবীণ নারীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলো অবহেলিত হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। হিন্দু নারীদের সম্পত্তির অধিকার আইনও প্রভাবিত করেছে হিন্দু প্রবীণ নারীদের শেষ জীবনকে। প্রকল্প এলাকার প্রবীণ নারীদের মধ্যে একটি সাংগঠনিক মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এলাকার পুরুষ প্রবীণ এবং সমাজের অন্যদের চোখেও প্রবীণ নারীদের এই সাংগঠনিক মানসিকতা ভাল ভাবে গৃহীত হয়েছে। সমাজে এবং পরিবারে, প্রবীণ নারীদের স্বাস্থ্যগত, পারিবারিক ভাবে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সক্রিয় প্রবীণ নারী নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে।

উপাদান ১. প্রবীণ নারী সকল পর্যায়ের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন

প্রবীণ নারীরা প্রকল্পের মাধ্যমে নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, মনিটরিং প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ও নিয়মিত মিটিং এ অংশগ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রম তারাই পরিচালনা এবং পরিকল্পনা করছে। লবিং, মনিটরিং, কমিটির মিটিং পরিচালনা করা, মিটিং এর এজেন্ডা নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সঞ্চয় কমিটি পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজ গুলো সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করে থাকে । বেশ কয়েকটি গ্রাম কমিটির সভাপতি হল প্রবীণ নারী নেতৃবৃন্দ। পদগুলোতে অবস্থান করার পাশাপাশি প্রবীণ কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়ম সমূহ মনিটরিং এর মাধ্যমে তারা চিহ্নিত করতে পারছেন এবং তা দূর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

প্রবীণ কমিটির বিভিন্ন পদে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রবীণ নারী

উপজেলা	*আঞ্চলিক কমিটি*	*ইউনিয়ন কমিটি*	*ইউনিয়ন মনিটরিং টিম*	*ওয়ার্ড মনিটরিং টিম*	*গ্রাম কমিটি*
মহেশখালী	৩ জন	২১ জন	২১ জন	৭৩ জন	৭৪৩ জন
গংগাচড়া	৩ জন	২৯ জন	৯ জন	৭৯ জন	৪৯৪ জন

ক. অসহায় দুঃস্থ নারীকে সহায়তা করলেন সংগ্রামী প্রবীণ নারী

গংগাচড়ার কোলকোন্দ ইউনিয়ন প্রবীণ মনিটরিং টিমের যুগ্ম আহবায়ক জীবন নেছা ময়না, স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে আর সংসার জীবনে চরম নির্যাতন, অপমান সইতে না পেরে সন্তানদের নিয়ে আলাদা ভাবে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। বাধ্য হয়েই পুরুষের পাশাপাশি কাজ ও অন্যের বাড়ীতে কাজ করে সন্তানদের বড় করে তোলেন। সামান্য লেখাপড়া জানা ময়না খাতুন নিজের নির্যাতিত জীবন সত্বেও সমাজের অসহায় ও নির্যাতিত নারীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন।

২০০৯ সালে গ্রামীণ উন্নয়নে প্রবীণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি প্রকল্প কার্যক্রমে সাথে যুক্ত হয়ে প্রবীণ নারীদের সমস্যা, অধিকার, সম্ভবনা, প্রবীণ নেতৃত্ব, যোগাযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ লাভ করে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমুলক কাজে অংশগ্রহণ করেন। যেমন- ইউনিয়ন পরিষদে যোগাযোগ করে ৩ জন অসহায় বিধবা প্রবীণকে ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। নিজে উপস্থিত থেকে গংগাচড়া হাসপাতালে অসুস্থ্য প্রবীণদের সবার আগে ঔষুধ তুলে দেয়ার ব্যবস্থা এবং প্রবীণদের সেবা করেন। এভাবেই তিনি গংগাচড়া হাসপাতালে প্রবীণদের অগ্রাধিকার

ভিত্তিক চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। প্রকল্প কার্যক্রমে একজন হোমকেয়ার কর্মী হওয়ার সুবাদে অসুস্থ্য প্রবীণদের পাশে থেকে সেবা যত্ন করতে পারছেন। সমাজে দুঃস্থ অবহেলিত মানুষের তালিকা তৈরি ও সহায়তা পাবার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকেন। নাগরিক উদ্যোগ সংস্থায় সদস্য পদে থেকে বিচার শালিসী, মানবাধিকার, বাল্য বিবাহ রোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবদান রাখেন। গ্রাম আদালত সংস্থার সদস্য পদে থেকে বিচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন ও সমাজে বিচার কার্যে নিজের মতামত ও অধিকার বিষয়ে কাজ করেছেন এবং প্রবীণ বান্ধব সমাজের স্বপ্ন দেখেন। তিনি প্রবীণ সংগঠনকে শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণার উৎস মনে করেন।

উপাদান ২. প্রবীণ নারীদের বৈষম্যের বিরূদ্ধে সচেতনতা তৈরি

ক. অসহায় প্রবীণ নারীদের চিকিৎসা লাভে সহায়তা দিচ্ছেন তিস্তা পাড়ের সবার প্রিয় লাইলী খালা

গংগাচড়া উপজেলার নোহালী ইউনিয়নের তিস্তা পাড়ের বেড়ীবাঁধ এলাকার সংগ্রামী এক নারী লাইলী বেগম (৬৫)। সামান্য লেখা পড়া জানা লাইলী বেসরকারী সংস্থার স্বাস্থ্য কর্মী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে দেখেছেন বেড়ীবাঁধের পাশে থাকা প্রবীণ নারীদের অবহেলা বঞ্চণা আর বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়ার দৃশ্য। সাধারণত বাংলাদেশের সমাজে প্রবীণদের অবহেলা একটি সাধারণ বিষয়, এর মধ্যে নারী প্রবীণদের অবস্থা আরও করুণ। সমাজে, পরিবারে তাদের মূল্যায়ন নেই বললেই চলে, এ বিষয়টি লাইলী বেগমের বুকে বাজে। কাজ করতে গিয়ে তিনি বহু প্রবীণ নারীকে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখেছেন, পরিবার বা সমাজ তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে উদাসীন, তিনি এমন অনেককে বলতে শুনেছেন "বৃদ্ধ হয়েছে, এখন মরার সময়, চিকিৎসা করালে লাভ কি?"। তার পর্যবেক্ষণে পুরুষ প্রবীণরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বেশী সুবিধা পাচ্ছেন।

তিনি নারী প্রবীণদের প্রতি এ বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেন। নারী প্রবীণদের নানা ধরনের চিকিৎসা সেবা, নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। এছাড়া তিনি প্রবীণ নারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে সহায়তা দেবার ব্যাপারে বাড়ী বাড়ী গিয়ে উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। প্রয়োজনে তিনি নারী প্রবীণদের সাথে নিয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন। তিনি প্রকল্পের হোমকেয়ার কর্মী হিসেবে প্রতিদিন তার এলাকার প্রবীণ নারীদের পাশাপাশি প্রবীণ পুরুষদেরও খোঁজ খবর ও প্রাথমিক পরিচর্যা করে আসছেন।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগে মানিয়ে চলা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রবীণদের জ্ঞানের পরিধি নবীনদের তুলনায় অনেক বেশী ও বিস্তৃত। তারা যুগ যুগ ধরে দূর্যোগের মোকাবেলা করে আসছেন, তাদের দুর্যোগের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নবীনদের সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই দুর্যোগকে সমন্বিতভাবে মোকাবেলা ও প্রতিরোধ করতে পারছে। বিভিন্ন ধরনের ও মাত্রার দুর্যোগে প্রকল্প এলাকার প্রবীণ সংগঠনগুলো এগিয়ে আসছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উপাদান ১. দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে প্রবীণদের জন্য সহায়তা

মহেশখালীতে প্রবীণ সংগঠন সক্রিয় থাকায়, ঘূর্ণিঝড় ও অতিবর্ষণ জনিত প্রাকৃতিক দূর্যোগের পর প্রবীণরা আগের চেয়ে বেশী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছেন। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়ে রিকের কার্যক্রমের কারণে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে প্রবীণদের গুরুত্ব ও প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে। মহেশখালীতে বিভিন্ন সমিতি ও প্রশিক্ষণের কারণে প্রবীণদের মধ্যে একটি সচেতন ও সক্রিয় নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে যারা দুর্যোগের সময় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ইউনিয়নগুলোতে কাজ করছেন। ইউনিয়ন, থানা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রবীণরা এখন একটি সাংগঠনিক কাঠামোতে থাকায় দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্যোগ পরবর্তী কাজে নিজেদের অধিকার ও প্রয়েজনের কথা তুলে ধরতে পারছেন এবং প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফলও পাচ্ছেন।

মহেশখালীর তুলনায় গংগাচড়ায় দেখা যাচ্ছে প্রবীণরা বন্যার ঝুঁকিতে বেশি থাকেন। অথচ গংগাচড়ায় কর্মরত এনজিওগুলো প্রবীণদের বিষয়ে কম মনোযোগ দেয়। রিকের কাজের কারণে, প্রবীণদের সংগঠন গড়ে উঠায় স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা বরং এনজিওর তুলনায় অধিক মনোযোগী। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মোট ১৩ জন প্রবীণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। গংগাচড়ার কোলকোন্দ, লক্ষীটারী, গজঘন্টা ও সদরে প্রবীণরা সক্রিয়ভাবে নানা কর্মকাণ্ড করছেন। অন্যান্য ইউনিয়নগুলোতে কাজ হচ্ছে। প্রবীণরা দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ ইউনিয়নগুলোতেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নেতৃত্ব ও সহায়তা দিচ্ছেন। মহেশখালী ও গংগাচড়া উভয় উপজেলাতেই দেখা যাচ্ছে, প্রবীণ সংগঠনের সক্রিয়তার কারণে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মকাণ্ড ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

এক. ধলঘাটায় জলবায়ু ট্রাস্ট হতে বাড়ী পেল ৩ টি আশ্রয়হীন প্রবীণ পরিবার

২০১১ সালের শুরুর দিকে ধলঘাটা ইউনিয়ন রিক-পিওপিপি কার্যালয়ে প্রবীণ মনিটরিং দলের প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রবীণ নেতৃবৃন্দ জানতে পারেন তাদের উপজেলায় দুর্যোগে অসহায় আশ্রয়হীন লোকদের মাঝে ঘর বিতরণ করা হবে। এ খবর শুনে দায়ীত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসারকে প্রশিক্ষণরত প্রবীণদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি প্রশিক্ষণে এসে প্রবীণদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত ও মুগ্ধ হন। প্রবীণ নেতৃবৃন্দ আশ্রয়হীনদের ঘর প্রদানের ক্ষেত্রে দুঃস্থ প্রবীণদের বিষয়টা বিবেচনায় এনে প্রবীণদের অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানালে তিনি প্রবীণদের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর আশ্রয়হীন ৫ জন প্রবীণের তালিকা প্রদান করা হয়। মনিটরিং দল শিক্ষা অফিসার এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ধলঘাটা ইউনিয়নে তিন জন দুঃস্থ অসহায় আশ্রয়হীন প্রবীণ, ফ্লোর পাকা সম্পূর্ণ টিনের তৈরি দুই রুম বিশিষ্ট একটি করে নতুন ঘর পেলেন। তিনটি পরিবার এ সুবিধা পেয়ে খুব খুশী। মনিরিং দলের প্রবীণরাও খুশী, তাদের লবিং-পরিশ্রম আজ স্বার্থক।

দুই. স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা পেল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় প্রবীণরা

মহেশখালী উপজেলার হোয়ানক ইউনিয়নে ২০১২ সালে জুলাই মাসে প্রবীণ কমিটির মনিটরিং দলের সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করে পানিবন্দী ও পাহাড়ী ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রবীণদের জন্য সহায়তা চান। চেয়ারম্যান আশ্বাস প্রদান করেন এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা চান। ইউনিয়ন মনিটরিং টিম ওয়ার্ড মনিটরিং টিম ও গ্রাম কমিটির সহায়তায় ১৫০ জনের নাম বাছাই করে চেয়ারম্যান এর নিকট জমা দেন। চেয়ারম্যান তালিকাতে আরো ৭ জন দুঃস্থ অসহায় প্রবীণকে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে উক্ত ১৫৭ জন ক্ষতিগস্ত হতদরিদ্র প্রবীণকে ২০ কেজি করে চাল প্রদান করেন । উক্ত ১৫৭ জন হতদরিদ্র প্রবীণের মধ্যে নারী প্রবীণ ৮৮ জন ও পুরুষ প্রবীণ ৬৯ জন। পরবর্তিতে এদের মধ্য থেকে বসত ভিটা ক্ষতিগ্রস্ত ৩৬ জনকে পুনর্বাসন কাজে সহায়তা করেন।

অন্যদিকে একই উপজেলার শাপলাপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান তার মাসিক সমন্বয় সভায় ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ডে পাহাড়ী ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় দুঃস্থ প্রবীণদের একটি আলাদা তালিকা দেওয়ার জন্য মেম্বারদের প্রতি অনুরোধ জানান। স্থানীয় পরিষদের মেম্বাররা সেই মোতাবেক সংশ্লিষ্ট গ্রামের প্রবীণ কমিটির মাধ্যমে ৭২ জন ক্ষতিগ্রস্ত প্রবীণের তালিকা ইউনিয়ন পরিষদে জমা দেন। শাপলাপুর ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে পাহাড়ী ঢলে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে চেয়ারম্যান ৭২ জন প্রবীণকে ২০ কেজি করে চাল বিতরণ করেন।

তিন. শীত বস্ত্রের সহায়তা

গংগাচাড়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের দোলাপাড়া প্রবীণ গ্রাম কমিটি স্থানীয় দানশীল ব্যক্তি রংপুর মেডিক্যাল কলেজের সাবেক অধ্যাপক ডা: মো: আজিজুল হকের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রবীণদের জন্য শীত বস্ত্রের আবেদন করেন। ৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে তিনি তিনশত পঁচাত্তরটি কম্বল দোলাপাড়া গ্রাম কমিটির কাছে তুলে দেন। প্রবীণ কমিটি অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সাথে দরিদ্র অসহায় প্রবীণদের মাঝে বিতরণ করেন। দোলাপাড়া প্রবীণ গ্রাম কমিটির এই উদ্যোগ গ্রামের মানুষের মাঝে কমিটির সাংগঠনিক দক্ষতার নিদর্শন হিসেবে প্রশংসা অর্জন করে। গ্রাম কমিটির প্রচেষ্টায় এই শীত বস্ত্র বিতরণ দেখে গংগাচড়া সদর ইউনিয়নের মুন্সীপাড়া গ্রামে স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার নামের একটি সংগঠন অসহায় প্রবীণদের মাঝে তিনশত কম্বল বিতরণ করেন।

উপাদান ২. সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন

ক. নদী ভাঙ্গন কবলিত মানুষের পাশে প্রবীণ কমিটি

২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে অতিবৃষ্টির কারনে গান্নারপাড় মহিপুর রাস্তার পাশে বসবাসরত সাতটি পরিবারকে প্রবীণ কমিটির উদ্যোগে তাৎক্ষনিক নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে মানুষ গুলো বাঁচনো সম্ভব হতো না। ঐ সাতাট পরিবারে ৯ জন প্রবীণ ছিলেন। গান্নার পাড় প্রবীণ গ্রাম কমিটি সকল সদস্যদের সংগঠিত করে গ্রামের মানুষকে রক্ষায় ইউনিয়ন পরিষদ সহ সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করেন। ঝুঁকিতে থাকা পরিবার গুলোকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। তাদের অন্যান্য সম্পদগুলো সরিয়ে অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া প্রবীণ কমিটি মাইক দিয়ে প্রচারণা চালিয়ে গ্রামে গ্রামে মানুষদের নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করে সাতটি পরিবারের জন্য দুই বস্তা চাল, খাবার, স্যালাইন, ঔষুধ ও শাড়ী-লুঙ্গির ব্যবস্থা করেছেন। গান্নার পাড় ওয়ার্ড মনিটরিং টিমের আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম ভাতার কিছু গচ্ছিত সঞ্চয় থেকে দুটি পরিবারকে ঘর উঠানোর জন্য পাঁচশত করে টাকা দিয়েছেন।

খ. প্রবীণ সংগঠনের উদ্যোগে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ায় বাঁধ ভাঙ্গা থেকে রক্ষা পেল

গজঘন্টা ইউনিয়নের কালীরচর এলাকাকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষার জন্য প্রায় ত্রিশ বছর আগে বাঁধ দেওয়ার ফলে কালীরচর এলাকার জনগণ নদী ভাঙ্গন থেকে অনেকটা মুক্ত ছিলেন। ২০১২ সালে জুলাই মাসে নদীতে প্রচন্ড ঢেউ শুরু হলে তা পুরোনো মাটির বাঁধে আঘাত হানে। ফলে ৪০-৬০ হাত পর্যন্ত বাঁধ ভাঙ্গা শুরু হলে কালিরচর প্রবীণ কমিটির নেতৃত্বে রাত্রি থেকে এসএমটির বস্তা ফেলে কিছুটা রক্ষা করা হয়। পুরোপুরি বাঁধ দিতে না পেরে পরের দিন প্রবীণ কমিটির উদ্যোগে এলাকার সমস্ত জনসাধারণকে নিয়ে

বস্তা সংগ্রহ করা হয়। তৎক্ষনাৎ স্থানীয়ভাবে প্রায় দুই হাজার বস্তা সংগ্রহ করে বাঁধের কিছু অংশ ঠেকানো গেলেও আরো বস্তার প্রয়োজনে গজঘন্টা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান থেকে এক হাজার, লক্ষীটারী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান থেকে এক হাজার ও পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে এক হাজার বস্তা সংগ্রহ করা হয়। এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করে উক্ত ৫০০০ বস্তায় বালু ভর্তি করে বাঁধের ফাটল জায়গা সমুহে ফেলায় উক্ত বাঁধ নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পায়। ফলে শুধু কালীরচর নয় গজঘন্টা ও লক্ষীটারী ইউনিয়ন বন্যার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

গ. মাতারবাড়ী প্রবীণ সংগঠনের উদ্যোগে রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষ রোপন

২০১১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মাতারবাড়ী ইউনিয়ন প্রবীণ কল্যাণ সংগঠনের উদ্যোগে বাংলা বাজার সড়কের দু-পার্শ্বে ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্য খালি জায়গায় বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি সম্পন্ন করেন। এতে ইউনিয়নের সকল কমিটির প্রবীণবৃন্দ অংশগ্রহণ করে স্বেচ্ছাশ্রম দেয়, বৃক্ষ রোপন শেষে তা রক্ষার জন্য প্রতিটি গাছে বাঁশের তৈরি নিরাপত্তা বেষ্টনী দেয়। এ কর্মসুচির সকল ব্যয় ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি বহন করেন। বর্তমানে মাতারবাড়ীসহ মহেশখালী ও গংগাচড়ার ৪ টি ইউনিয়নে প্রবীণ কমিটি এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা

টেকসই হওয়াকে প্রকল্পের সাথে জড়িত সকল ষ্টেকহোল্ডারই গুরুত্ব দিচ্ছেন। এই প্রকল্প যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং প্রবীণদের কল্যাণে যে ফলাফল অর্জন করেছে তার মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে কারো দ্বিমত নাই। তবে সবাই এই প্রক্রিয়া চলমান রাখা ও টেকসই হওয়াকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করেছেন। প্রকল্পের সাথে জড়িত দুই প্রধান গ্রুপ ১. প্রবীণ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ২. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা রিক ও হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল এই টেকসই হওয়াকে গুড প্র্যাকটিসের যথার্থতা হিসেবে গুরুত্ব দিচ্ছে। এই ক্ষেত্রের মধ্যে যেসব গুড প্র্যাকটিস রয়েছে তার প্রতিটি কম্পোনেন্টকে চিহ্নিত ও ডকুমেন্টেড করে তুলে ধরেছেন।

উপাদান ১. সম্পদ সমাবেশ ও তহবিল সংগ্রহ

কমিটিগুলো স্থানীয় দানশীল ব্যাক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে সমন্বিত সম্পদের মাধ্যমে প্রবীণদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বলয় তৈরি করছে। প্রবীণরা তাদের অভিজ্ঞতা, মেধা এবং স্থানীয় সম্পদের সমন্বয় ঘটিয়ে নিজেদের জন্য যেমন একটি নিরাপত্তা বলয় তৈরি করার চেষ্টা করছেন তেমনি সামাজিকভাবেও কিছু দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন। প্রবীণ সংগঠনসমূহ যাতে স্থায়ীত্ব লাভ করে সেই লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই প্রকল্প এলাকা সমূহে গ্রাম পর্যায়ে ৭২ টি, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১১ টি ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ২ টি সহ মোট ৮৫ টি কমিটির (সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংক) ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধক্ষের মাধ্যমে হিসাব পরিচালিত হয়। মূলতঃ সংগঠন টেকসই করা, অসহায় দরিদ্র প্রবীণদের ক্ষুদ্র আকারে সহায়তা করা, শারীরিকভাবে সক্ষম অথচ দরিদ্র প্রবীণদের পুনর্বাসনের জন্য বিনাসুদে ঋণ সুবিধা দেওয়া, অসহায় দরিদ্র প্রবীণদের শেষকৃত্য সহ অন্যান্য সহযোগিতা করা, নিরাপত্তাহীনতা কাটানো, আর্থিক নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতে টিকে থাকার কৌশল হিসেবে তারা এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ক. তহবিল সংগ্রহ ও সংগঠনের নিজস্ব অফিসের ব্যবস্থা করা

সংগঠন টেকসই ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বড়মহেশখালী ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি উপজেলার সরকারী, বেসরকারী ও বিভিন্ন দাতা ব্যক্তিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক ১ মেট্রিক টন চাল বরাদ্ধ পান। উক্ত চাল ১৭,০০০ টাকায় বিক্রি করে সংগঠনের সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধক্ষের নামে যৌথ ব্যাংক হিসেব খোলে টাকা জমা রাখেন। সংগঠন রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর কক্সবাজার জেলা সমাজসেবা অফিস হতে ১০,০০০ টাকার অনুদান পেলে উক্ত টাকাও তাদের হিসেবে জমা করেন। উক্ত তহবিল থেকে এলাকার দরিদ্র প্রবীণদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সংগঠনের নিজস্ব অফিসের জন্য ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে বড়মহেশখালী বাজারে স্থায়ীভাবে একটি অফিস ঘর বরাদ্ধ পান। তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবীণ নেতৃবৃন্দ স্থানীয় ভাবে এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করে ৩২০ কেজি চাল সংগ্রহ করে এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ধনাঢ্য ব্যাক্তিদের উপস্থিতিতে ৩২ জন অসহায় প্রবীণদের মাঝে বিতরণ করেন। বড় মহেশখালীর মত প্রকল্পের অন্যান্য এলাকাতেও একই ভাবে ভবিষ্যতেও প্রবীণ কার্যক্রমকে চলমান রাখার লক্ষ্যে কমিটি কাজ করছে।

উপাদান- ২. সংগঠন ও নেতৃত্ব

আন্তঃযোগাযোগঃ প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ নিজেদের অবস্থান ও প্রবীণ সংগঠনকে তাদের নিজেদের ভিতরে আন্তঃযোগাযোগের বাইরেও এক ইউনিয়ন থেকে অন্য ইউনিয়ন, এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলাতে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করছে তেমনি সরকারী বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে এক ধরনের যোগসুত্র স্থাপন করেছে। আর এর মাধ্যমে ইতোমধ্যেই তারা অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত প্রবীণদের জন্য যেমন সহায়তা করতে পেরেছেন তেমনি বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রবীণ উপযোগী কাজ সৃষ্টিতেও সহায়তা করতে পেরেছেন।

ক. নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

উপকুলীয় অঞ্চলের কারণে মহেশখালীতে জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় প্যারাবন স্থাপন করা হলেও কিছু অসৎ লোক তা কেটে ফেলতো। প্যারাবন রক্ষা কল্পে উপকূলীয় বনরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। উপজেলা প্রশাসন থেকে মাসিক ৩০০০ টাকা বেতনে ২ জন প্রহরী রাখা হলেও তারা নিয়মিত দায়িত্ব পালন না করায় তাদের বাদ দেয়া হয়। বন রক্ষা কমিটির সভায় মহেশখালী পৌরসভা প্রবীণ কমিটির সভাপতি মাহমুদুল হক উপকুলীয় বন রক্ষা প্রহরী হিসেবে দু'জন প্রবীণের নাম প্রস্তাব করেন। একজন হলেন- গোরকঘাটা গ্রাম কমিটির সহ-সভাপতি মোস্তাক আহমেদ (৬৩)। অপরজন হলেন- শিকদার পাড়া গ্রাম কমিটির একজন সদস্য মজিবুল হক (৬০) দু'জনই বেশ দরিদ্র প্রবীণ। বন রক্ষা কমিটির প্রায় সকলেই মাহমুদুল হকের প্রস্তাবে রাজী হন এবং উক্ত দু'জনকে মাসিক ৩০০০ টাকা বেতনে নিয়োগ প্রদান করা হয়। দশ মাস ধরে এ দু'জন প্রবীণ যুবকদের থেকেও ভালভাবে তাদের সততা দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করছে।

উপাদান ৩. প্রকল্প পরবর্তী দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব

প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও প্রবীণ সংগঠন সমূহ টিকিয়ে রাখার জন্য সংগঠনের সাধারণ সদস্য সহ প্রবীণ নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। ইউনিয়নের বিভিন্ন সক্রিয় কমিটির কার্যক্রম দেখে কিছু কিছু নিষ্ক্রিয় কমিটিও প্রতিযোগিতায় নেমেছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রবীণদের অনেক সমস্যার সমাধান হওয়ার ফলে নিম্নবিত্তদের মত মধ্যবিত্তরাও কমিটিগুলো টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছে। এছাড়া প্রবীণদের বাইরেও সাধারণ যুবক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পেশার লোকজন ও স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও চাচ্ছে প্রবীণ সংগঠন চলমান থাকুক। আবার ভাতা গ্রহীতা ও বিভিন্ন সহায়তা প্রাপ্ত ও পাওয়ার যোগ্য প্রবীণরাও সংগঠন টিকিয়ে রাখার পক্ষে কাজ করছে। প্রবীণ কমিটিগুলো তাদের নিজেদের সংগঠনকে টেকসই ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নে কমিটি গঠন করছে এবং চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে প্রবীণ সংগঠনগুলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

ক. ইউনিয়ন রেপ্লিকেশন

প্রবীণদের নিজেদের চেষ্টার কারণে গাজীপুর সদর উপজেলার পুবাইল ইউনিয়ন থেকে বাড়িয়া ইউনিয়নে এবং কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়ন থেকে তুমুলিয়া ইউনিয়নেও প্রবীণ কমিটি গঠিত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই পুরাতন ইউনিয়নের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ নতুন ২ টি ইউনিয়নে ১০ টি গ্রামে প্রবীণদের গ্রাম কমিটি, ৩ টি ওয়ার্ড কমিটি ও ২ টি ইউনিয়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে ১২৬০ জন প্রবীণকে সংগঠিত করে নিজেদের মত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রাম ও ওয়ার্ডে কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই উক্ত কাজ সম্পন্ন হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, রেপ্লিকেশন এর অর্থ হচ্ছে কমিটি থেকে কমিটি গঠনের মাধ্যমে অনুরূপ তথ্য এবং কর্মকাণ্ড হস্তান্তর। অর্থাৎ একটি ইউনিয়নের কোন নির্দিষ্ট গ্রাম পাশের ইউনিয়নে একটি গ্রামে প্রবীণ ইস্যুতে তাদের কার্যকর এবং প্রমাণিত অনুরূপ কাজ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবারাহ করাই হচ্ছে রেপ্লিকেশন। রেপ্লিকেশন নির্দিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান প্রদর্শনের একটি পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত মডেল, যা প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় টুলস এবং পদ্ধতি ব্যবহারের সামর্থ্য তৈরি ও বৃদ্ধি করে।

দায়মুক্তি

এ প্রকাশনাটি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সহায়তায় প্রকাশিত হলেও এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের দায়দায়িত্ব রিকের, কোনভাবেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের নয়।

প্রকাশনায়

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
বাড়ি ২০, সড়ক ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি ঢাকা-১২০৯
টেলিফান: +৮৮০ ২ ৮১১৮৪৭৫, ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৮১৪২৮০৩
ই-মেইল: ricdirector@yahoo.com